পদরত্নাবলী।

শ্রীদীপেন্দ্রনাথ ভঞ্জ

পদরত্নাবলী।

অর্থাৎ

মহাজন পদাবলীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতা
গুলির একত্র সংগ্রহ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ও
শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার দ্বারা
প্রকাশিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত।

৫৫ নং অপর চিৎপুর রোড হইতে প্রকাশিত।

বৈশাখ ১২৯২।

মূল্য এক টাকা।

নিবেদন।

অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙ্গালী যে বৈষ্ণব কবিগণের পরিচয় গ্রহণ করেন না, আমাদের বোধ হয় ইহার এক মাত্র কারণ—বৈষ্ণব কাব্য শাস্ত্রের অতি বিস্তৃতি। সেই অসুবিধা দূর করিবার জন্যই পদরত্নাবলীর জন্ম। মহাজন পদাবলীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলি ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে।

বটতলার "পদকল্পতরু" প্রত্যেক সংস্করণে কিছু না কিছু রূপান্তর লাভ করে,—প্রথমতঃ আমরা তাহার ৪।৫ খানি সংস্করণের সহিত শ্রীরামপুরের পদকল্পতরু মিলাইয়া লইয়াছি। পদামৃত সমুদ্র, পদকল্পলতিকা এবং শ্রীগীত চিন্তামণি হইতেও যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। কিন্তু কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে এ সম্বন্ধে আমাদের প্রধান সহায়—দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী মহোদয়ার গুরুকুল শ্রীখণ্ডের মোহান্ত মহাশয়দের গৃহে রক্ষিত কীটদষ্ট হাতের লেখা পুরাণ পুঁথির রাশি। বলা বাহুল্য, তথাপি অনেক অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। কতকগুলি কবিতার ভণিতা মিলে নাই—দুই একটীতে এক আধটা লাইনের পর্য্যন্ত অভাব আছে। কোন কাব্য-রসজ্ঞ পাঠকের যদি তাহা জানা থাকে অথবা কিঞ্চিৎ যত্ন করিয়া যদি কেহ সে অভাব পূর্ণ করিয়া দিতে পারেন, তবে ভরসা করি তাঁহার অনুগ্রহে দ্বিতীয় সংস্করণে এবারকার অসম্পূর্ণতা দূর হইতে পারিবে।

বেশী টীকায় রসানুভাবকতার বিঘ্ন করে বলি● ইচ্ছা-ক্রমেই সে সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করা হয় নাই।

যে ক্রমানুসারে কবিতাগুলি বসাইবার কথা ছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে আগা গোড়া তাহা রক্ষিত হইতে পায় নাই—কেননা অনবধান বশতঃ কতকগুলি কবিতা সময়ে যথা-স্থানে নিবেশিত হয় নাই। রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক সমস্ত কবিতা শৃঙ্খলামত বসাইয়া শেষে গৌরাঙ্গ বিষয়ক কবিতা বসাইবার কল্পনা ছিল। যাহাহউক, একটু বুঝিয়া পড়িলেই তাহাতে রসভঙ্গ হইবে না।

সূচীপত্র।

চলিত পাঠ—"সজনি ও ধনী" ইত্যাদি।

বিষয়		পৃষ্ঠা।
শারদ পূর্ণিমা নিরমল রাতি	...	৩৮
সই মনে অই ভয় উঠে	...	৪৩
বঁধু কি আর বলিব আমি	...	৪৫
বিবিধ কুসুম যতনে আনিয়া	...	৪৬
দেখিলে কলঙ্কীর মুখ	...	৪৭
রমণীমোহন বিলসিতে মন	..	৫১
পিরীতি পিরীতি সবজন কহে	..	৫৩
পিরীতি বিষম কাল	...	৫৭
সখি কহবি কানুর পায়	...	৬৬

গোবিন্দদাস।

বিষয় | পৃষ্ঠা।

জ্ঞানদাস।

বলরামদাস।

বিষয়   পৃষ্ঠা।

বিষয় পৃষ্ঠা।

বিষয় পৃষ্ঠা।

* "এস এস বঁধু এস" এই কবিতার দুইটী পাঠ আমরা দিয়াছি—আর একটী পাঠ বঙ্কিম বাবুর "কমলাকান্তের দপ্তরে" আছে। কিন্তু তাহাতে শেষ চরণ দুটি নাই, সম্প্রতি তাহা আমরা পাইয়াছি, যথা—

কাজর করিয়া তোমা নয়নেতে রাখি যদি
তাহে গুরুজনা অপবাদ।
ও রাঙ্গা চরণে, নূপুর হইতে
লোচন দাসেরি সাধ॥

ভূমিকা।

এ সংসারে প্রচার কার্য্য বরাবর দুই উপায়ে সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। প্রথম উপায় কবিতা, দ্বিতীয় বাগ্মিতা।* এখনকার প্রচারকগণ কবিতার বড় ধার ধারেন না, কিন্তু কবিতার প্রচার সকল স্থলেই বুনিয়াদি। কথাটী ভাল করিয়া বুঝাইতে হইতেছে।

প্রথমেই আমরা একটী রূপকের লোভ সম্বরণ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমাদের বোধ হয়, কবিতা এবং বাগ্মিতা উভয়ে বৈমাত্রেয় ভগিনী—নিকস্ কুলীনের মেয়ে বলিয়া এক যোগ্যপাত্রে উভয়কেই সমর্পণ করা হইয়াছে। পাত্রের নাম ভাবোচ্ছ্বাস, জন্ম ভূমি তার মনুষ্য হৃদয়ে। উভয়েই পতিপ্রাণা এবং পতিসোহাগিনী এবং সত্যই উভয়ের সৌন্দর্য্য—কিন্তু সুধু হৃদয় দিয়া সে সৌন্দর্য্য দেখিতে হয়, মস্তিষ্ক দিয়া নহে। সে সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে হয়, বিচার বিবেচনার বিষয় নহে।

ভগিনী দুইটী সাধারণ সতীনের মত নহেন—কলহে কলহে নিরীহ স্বামীকে জ্বালাতন করেন না। তবে উভয়ের প্রকৃতি অবশ্য ভিন্ন। কবিতার—

"হাস্য অমৃতের সিন্ধু, ভুলায় বিদ্যুৎ ইন্দু,
কদাচ অধর বিনে অন্য দিকে ধায় না।"

---

* Poetry and Eloquence.

আর বাগ্মিতার ? তিনি একটু প্রগল্‌ভা—একটু বেশী মাত্রায় আপ্যায়িতশালিনী—হাসিটুকু তাঁর কক্ষে কক্ষে তরঙ্গায়িত হয়।

রূপক ছাড়িয়া সাদা কথায় ইহা বলা যাইতে পারে যে, কবিতা আপনার ব্রতে আপনি ভোর, কিন্তু বাগ্মিতা নিজের ব্রত সর্ব্ব সমক্ষে ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার কথা কেহ শুনিতেছে কি না, তাঁর সৌন্দর্য্যের আলেখ্য কেহ দেখিতেছে কি না, কবি সে জন্য ব্যস্ত নহেন, কিন্তু আপনার বক্তব্য সকলকে বলিয়া মুগ্ধ করার চেষ্টাই বাগ্মীর কার্য্য। কবিতা আধ্যাত্মিক এবং নির্জ্জনে ধ্যান ধারণার ফল—বাগ্মিতা সামাজিক, দশজনকে লইয়াই তাঁহার কারবার।

কাজেই বাগ্মিতা সভ্যতা বৃদ্ধির ফল। অর্থাৎ সভ্যতা অর্থে এক্ষণে আমরা যাহা বুঝিতেছি—এই সব বাহ্য সৌষ্ঠবের আড়ম্বরি, আশা ভরসার ছড়াছড়ি—এই জীবন সংগ্রামের হুড়াহুড়ি, জাতিতে জাতিতে দোকানদারি—ইহারই পরিণাম। এই বাগ্মিতাই এখনকার দিনে প্রধান বল প্রধান অস্ত্র। ধর্ম্ম প্রচারকেরও ইহা প্রধান সম্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আধুনিক ধর্ম্ম সকলের মধ্যে কেবল বৈষ্ণব ধর্ম্মে সে প্রথা অবলম্বিত হয় নাই। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস এই যে, গৌরাঙ্গের প্রচার বাগ্মিতার প্রচার—যে কীর্ত্তন

তাঁহার প্রচার কার্য্যের মূল মন্ত্র এবং প্রধান সহায়, তাহা বাগ্মিতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহা অতি গুরুতর ভ্রম। এখনকার ধর্ম্মপ্রচারকদের নগর সংকীর্ত্তনকে যদি কেহ বাগ্মিতা বলেন, তবে তাহাতে আপত্তি না উঠিবারই কথা, বরং কবিতা বলিলে অন্যায় বলা হয়। "আয়রে ভাই নগরবাসি" অথবা এমনই একটা কিছু সম্বোধন পদ, এখনকার নগর-কীর্ত্তনের ধূয়া—কাজেই তাহার উদ্দেশ্য বুঝা কঠিন ব্যাপার নহে। গৌরাঙ্গের কীর্ত্তন এ প্রণালীর ছিল না। মহাজনদের পদাবলী—অধিকাংশই জয়দেব, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের গীতি—তিনি পথে পথে কীর্ত্তন করিয়া নিজ ভক্তি স্রোতে বঙ্গভূমি প্লাবিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচার কবিতার প্রচার, বাগ্মিতার নহে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রকৃত প্রচারক বৈষ্ণব কবিগণ। গৌরাঙ্গের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ রাধাকৃষ্ণের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া গান করিয়াছিলেন—আর তাহার সমসাময়িক এবং পরবর্ত্তী কবিগণের আদর্শ তিনি স্বয়ং।

এইখানে একটা অপ্রাসঙ্গিক কথার আলোচনা করিতে হইতেছে। অপ্রাসঙ্গিক হউক, কিন্তু উপস্থিত প্রবন্ধে নিতান্ত নিষ্ফল নহে। বিষয় বিশেষ বুঝান কি কবির কার্য্য? এ সম্বন্ধে কিছু কিছু মত ভেদ আছে। এক শ্রেণীর সমালোচক বলেন, কাব্যকে কিছু বুঝাইবার বিষয়ীভূত করিলে নিতান্ত অন্যায় করা হয়, কেন না কাব্য কেবল

সুন্দর—কেবল সৌন্দর্য্য লইয়া থাকিবে। অন্য শ্রেণীর সমালোচক ও অস্বীকার করেন না যে কাব্যের প্রাণ সৌন্দর্য্য, কিন্তু তিনি বেশীর ভাগ এই বলেন যে, যে সব সত্য পরীক্ষিত হইয়া গিয়াছে, যে সব জীবন্ত প্রমাণিত তত্ত্ব লইয়া সর্ব্বদা আমাদিগকে চলা ফেরা করিতে হয়, তাহাদিগকে কাব্যের আকারে সৌন্দর্য্যের আদর্শ করিয়া মনুষ্যলোকে প্রেরণ করাই কবির কার্য্য। এক কথায়—দর্শন বা বিজ্ঞান সাদা কথায় যাহার সংজ্ঞা মাত্র নির্দ্দেশ করিবে, কাব্য নিজের মনোমোহিনী কল্পনায় তাহারই জলন্ত উদাহরণ দেখাইয়া দিবে। এই উভয় শ্রেণীর সমালোচকের মধ্যে মত ভেদ কোন্‌খানে, আমরা বুঝিতে পারি না। একজন অর্দ্ধেক বা তিন পোয়া বলিয়াই ক্ষান্ত হন, বাকীটুকু ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বলেন না;—আর একজন সবটুকু বলিয়া দেন। সাধারণের জন্য,—বিশেষ বুঝানই যখন সমালোচকের কার্য্য—সবটুকু বলিয়া দেওয়ারই দরকার। তবে আমাদের বোধ হয়, কথিত উভয় সমালোচক সম্প্রদায় একটী কথা বুঝেন না, কিম্বা বুঝাইতে চেষ্টা করেন না। কেবল সৌন্দর্য্যই কাব্যের প্রাণ, অথবা সৌন্দর্য্যের অমৃতময় ছায়ায় নিত্য সত্যের জীবন্ত মূর্ত্তি পরিস্ফুট করাই কাব্যের কাজ, এরূপ বলিলে কাব্য শাস্ত্রের অপমান করা হয়। কবির দৃষ্টি সকলের উপর,—এ সংসারে প্রথম শ্রেণীর কবির প্রতিভা সকল প্রকার প্রতিভার অগ্রগণ্য। আজ্ যাহা

নিত্য সত্য বলিয়া তোমার আমার সহজে ধারণ হইতেছে, কাল তাহা প্রহেলিকা ছিল। কেহ বুঝিত না, যদি কেহ বুঝিয়া কুগ্রহ গুণে বুঝাইতে যাইতেন, তাঁহার অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার—অল্প স্বল্প হইলে হাসি টিট্‌কারি, পূর্ণ মাত্রায় হইলে ত কথাই নাই। মনুষ্য সমাজের ইতিহাসই এই। "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" বলিলে আজিকার দিনে কেহ চমকিত হইবে না, ৫।৭ শত বৎসর পূর্ব্বেও হইত না, কিন্তু যাগ যজ্ঞের উৎসবের মধ্যে পশু শোণিতের স্রোত যখন আর্য্য সমাজের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিতেছিল, তখন আড়াই হাজার বৎসর আগে শাক্যসিংহ প্রথম এই কথা বলিয়া কঠোর নাস্তিকতার কলঙ্ক ঘাড়ে করিয়াছিলেন। আজ্ তুমি সভ্য শূদ্র—ব্রাহ্মণের কাছে মাথাহেঁট করাটা অপমানের কাজ ভাবিয়া সে প্রথা তুলিয়া দিয়াছে, কিন্তু রোমের জগৎ গুরু পণ্ডিতেরাও ভাবিতে পারেন নাই যে মানুষে মানুষে এক এবং চিরদাসত্ব একটা পাপের মধ্যে। 'পৃথিবী ঘুরে না, সূর্য্য ঘুরে" এ কথা বলিলে আজ্ পাঁচ বছরের ছেলেও হাসিবে, কিন্তু এই কথা বলিয়াই গ্যালিলিও প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলেন। মনুষ্য সমাজের ইতিহাসই এই। ইহাও সেই ইতিহাসের কথা, যে স্মরণাতীত কাল ধরিয়া সাধারণে যাহা বুঝে, সর্ব্ব প্রথমে তাহা প্রতিভাত হয় মহাকবির প্রতিভায়। আজ্ য়ুরোপ বা আমেরিকায় প্রজা-শক্তির মহিমা ঘোষিত হইতেছে, কিন্তু

বহুকাল পূর্ব্বে সে শক্তির গৌরব অনুভব করিয়াছি-লেন, আদি কবি বাল্মীকি। তাই রাজচক্রবর্ত্তী রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনের অনুরোধে ধর্ম্মপত্নীকে অনর্থক বনবাস দিয়াও রাজার আদর্শ। মনস্বী কোমৎ পূর্ণ মনুষ্যত্বের পূজায় মোহিত হইয়া মনুষ্যত্বকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন— ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ। বুঝিলেন, মনুষ্য মাত্রেই মনু ষ্যত্বের সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু সকলেই কিছু মানুষ হয় না; কাজেই বড় সন্তর্পণে মনুষ্যত্বের নমুনা বাছিয়া লইতে হইবে। কিন্তু তিনি দেখিলেন, তাঁহার অনেক পূর্ব্বে, সমাজের অপেক্ষাকৃত অসভ্যাবস্থায় মহাকবি দান্তে ঠিক সেই সত্য সৌন্দর্য্যের ছায়ায় লুকাইয়া রাখিয়া-ছেন। তখন বিস্ময়ে তিনি বলিয়া উঠিলেন—

"So you see that in this respect, as in all others, the inspiration of the poet was far in advance of the systematic view of the philosopher." দেখ সকল বিষয়ে যেমন, ইহাতেও তেমনি দার্শনিকের ধারা মত বিচারের চেয়ে কবির দৃষ্টি কত পূর্ব্বগামিনী। কোমৎ দার্শনিক কুলতিলক, য়ুরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর কাছে সাহঙ্কারে তিনি কর চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কবির সর্ব্বত্র গামিনী প্রতিভার কাছে তিনি আপনাকে কত ক্ষুদ্র মনে করেন! এই জন্য বলিতেছিলাম, যে কাব্য সুধু সুন্দর বা সৌন্দর্য্যের চিত্র পটে সত্য বিশেষের মূর্ত্তি মাত্র নহে। মহা-

জন পদাবলী বুঝিবার সময় কথাটা বোধহয় আরও পরিষ্কার হইয়া আসিবে। পাঠক মহাশয় বিস্মৃত হইবেন না, প্রথমেই আমরা বৈষ্ণব কবিগণকে ধর্ম্ম প্রচারক বলিতে সাহস করিয়াছি।

কি সামাজিক শাসন, কি আধ্যাত্মিক শাসন, উভয় শাসনেরই প্রধান পৃষ্ঠ বল ও পূর্ণ পরিণতি ভক্তি এবং ভালবাসায়। সেই সামাজিক শাসন আইন, আর সেই আধ্যাত্মিক শাসনের নাম ধর্ম্ম। প্রথমে সামাজিক শাসনের দিক দিয়া বুঝিতে হইতেছে।—পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় ইতিহাসেরই মূর্ত্তি নানাদিকে বৈচিত্রময়ী। পাশ্চাত্য সমাজে অসভ্যাবস্থায় রাজা প্রজায় যে সম্বন্ধ, প্রধানতঃ তাহা-শক্তি মূলক। এক দিকে রাজা তীব্র দৃষ্টিতে শাসনদণ্ড হস্তে দণ্ডায়মান, অন্য দিকে প্রজা আপনার সত্ব স্বাধীনতা রক্ষায় তেমনি ভ্রূকুটি কুটিল নেত্রে বদ্ধ পরিকর। সত্ব স্বাধীনতার অর্থ তখন শাসন কর্ত্তা প্রভুদের অত্যাচার নিবারণ। শাস্তা হইলেই তাঁহাকে শাসিতদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে হইবে, ইহা একেবারে ধরা কথা। শাস্তা রাজা নিজে এবং তাঁহার পার্শ্বচরগণ। তাঁহাদের সেই উচ্চপদ গৌরব এবং প্রভূত শক্তি বিধাতৃবিহিত বলিয়াই প্রথম প্রথম লোকে বিশ্বাস করিত। পরে অত্যাচারের বাড়াবাড়ি হইলে শাস্তার দল কমাইয়া সকল শক্তি একমাত্র রাজার হস্তে অর্পিত হইল। তাহার ফলে সমাজের

দুর্ব্বল শ্রেণীর কতক সুবিধা হইল বটে, কিন্তু রাজার নিজের অত্যাচার বড় কমিল না। জন ষ্টুয়ার্ট মিল্ এই এই অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া একটী সুন্দর উপমা দিয়াছেন। শকুনির রাজা দলের আর কাহাকেও জীব হত্যা করিতে যদি না দেন, সে কার্য্য হইতে তাঁহার নিজের নিবৃত্ত হওয়া অসম্ভব। সুতরাং তাঁহার ওষ্ঠ ও নখের প্রতি তত বেশী বিশ্বাস স্থাপন না করিতে পারিলে যে কাপুরুষতা প্রকাশ পায়, এরূপ বোধ হয় কেহ স্বীকার করিবেন না। প্রজার দল কাজেই প্রায় পূর্ব্ববৎ রাজঅত্যাচারে সশঙ্কিত এবং তন্নিবারণার্থ যত্নশীল থাকিত। দেশহিতৈষীর দল তখন রাজশক্তির সীমা বাঁধিয়া দিবেন স্থির করিলেন। দুই উপায় তাঁহারা অবলম্বন করিলেন। প্রথম, রাজার নিকট হইতে এই সর্ত্তে তাঁহারা প্রজার কতকগুলি অধিকার মঞ্জুর করাইয়া লইলেন যে, তাহাতে হস্তার্পণ করিলে রাজা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইবেন এবং তখন প্রজাবর্গ বিদ্রোহী হইলে দোষের হইবে না। দ্বিতীয় উপায়,—প্রজাসাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপ কতকগুলি সমিতিকে এরূপ শক্তিশালিনী করা হইল যে, রাজ্যের গুরুতর প্রশ্ন মতেই রাজা তাহাদের পরামর্শ লইয়া কাজ করিতে বাধ্য। প্রথমোক্ত উপায়ে য়ুরোপের অধিকাংশ শাসক সম্প্রদায় বাধ্য হইয়া সম্মতি দেন, কিন্তু দ্বিতীয়ের বেলায় একেবারে তাহা সিদ্ধ হয় নাই। কিঞ্চিৎ শক্তি লাভ হইলে পুনরায় ততোধিক

লাভের চেষ্টা করা স্বাধীনতাপ্রীয় দেশহিতৈষীদের প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। যতদিন য়ুরোপবাসী রাজাকে মধ্যস্থ রাখিয়া প্রথমতঃ প্রবলের অত্যাচার নিবারণ, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার নিজের উশৃঙ্খলভাব প্রতিবিধানোপায় স্থির করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন, ততদিন এই ভাবে চলিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু দিনকাল ফিরিয়া গেল। কালে লোকে দেখিল, চিরদিন শাসক সম্প্রদায় তাহাদের স্বার্থ বিরোধী স্বাধীন-শক্তি থাকিয়াই যাইবেন, ইহা কিছু প্রকৃতির অনন্ত আইনে বলে না। তাহারা বুঝিল, সরকারের বেতনভোগী ফৌজদার * প্রভৃতি ছোট খাট শাসনকর্ত্তারা যদি তাহাদের ইচ্ছামত মোকরর বা বরখাস্ত হন, তবে তাহাদের পক্ষে অনেক সুবিধা হইতে পারে। ইহা ব্যতীত রাজশক্তির ব্যভিচার নিবারণের অন্যতর অমোঘ উপায় নাই। কালে অনেক স্থলে তাহাই কার্য্যে পরিণত হইল। এবং শেষে প্রজাকুল তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া এরূপ কোন উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল, যাহাতে শাস্তা ও শাসিতে এক হইয়া যায়— উভয়ের স্বার্থ ও বাসনায় কোন ভিন্ন ভেদ না থাকিতে পারে। প্রজাসমিতি আপন হিতের বিরুদ্ধে অবশ্য কোন কাজ করিবে না—আপনার উপর আপনি অত্যাচার করিয়া বসিবে, ইহা অবশ্য হইতেই পারে না। অতএব যদি

---

* Magistrate.

শাসক সম্প্রদায় প্রজার নিকট দায়ী থাকেন, এবং প্রজার আজ্ঞামত যথাকালে তফাৎ হইয়া যান, তবে প্রজাকুল সহজে আপনার আইন আপনি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদের হস্তে শাসনোপযোগী শক্তি সামর্থ্য অর্পণ করিতে পারে। কেননা এ শক্তি সামর্থ্য প্রজার নিজেরই শক্তি সামর্থ্য, লোক হিতার্থ সুবিধামত বিধিবদ্ধ হইল, এইমাত্র। পাশ্চাত্য ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই জানেন, প্রায় সাড়ে পনর আনা য়ুরোপীয় সমাজের এইরূপ অবস্থা এক্ষণে দাঁড়াইয়াছে।

প্রাচ্য ইতিহাসের স্রোত একই ভাবে অন্য খাতে চলিযাছে। তথায় কোনও সমাজে প্রজাকুলের এত শক্তি জন্মে নাই। বিধাতার বিশেষ কৃপায় রাজার জন্ম এবং তাঁহার সকল কার্য্যই বিধাতৃ বিহিত, সাধারণের বরাবর এইরূপ সংস্কার আছে। সুতরাং অত্যাচারের জন্য কোন রাজা রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন, অথবা প্রজারা কখন রাজার নিকট জোর করিয়া কোন শক্তি লাভ করিয়াছে, আমাদের দেশে এমন সকল দৃষ্টান্ত ইতিহাসে দেখিতে পাই না। কিন্তু কথায় বলে, অতি বৃদ্ধি যে দিকেই হউক, তাহার ফলটা শেষে একরূপই দাঁড়ায়। পাশ্চাত্য প্রজার শক্তি-প্রিয়তা এবং শক্তি-বুভূক্ষার বাড়াবাড়িতে যে লাভ দাঁড়াইয়াছে, প্রাচ্য প্রজার শক্তি হীনতা এবং পরনির্ভরের বাড়াবাড়ি সেই একই ফল প্রসব করিয়াছে। কোথাও কিছু নাই, অথচ রাজা যযাতি কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য দিবেন শুনিয়া

মেষপালবৎ নিরীহ "ব্রাহ্মণ প্রমুখা বর্ণাঃ" প্রজার দল কর্ত্তব্য ভাবিয়া তাঁহাকে জানাইল,—বড় ছেলেকে ছাঁটিয়া ছোট ছেলেকে রাজ্য দেওয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ, কাজটা ভাল হইতেছে না।—"প্রভো। শুক্রাচার্য্যের দৌহিত্র যদু আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র, তাহাকে অতিক্রম করিয়া পুরুকে কি জন্য রাজ্যভার দিতেছেন? যদু আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র, তারপর তুর্ব্বসু। তাহার পর যথাক্রমে শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু জন্মিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ দিগকে ছাড়িয়া সর্ব্ব কনিষ্ঠ কি করিয়া রাজ্য পাইতে পারেন? আমাদের এই নিবেদন. আপনি ধর্ম্মপালন করুন।" রাজা কি কবিলেন? তিনিও তেমনি বিনীতভাবে বুঝাইলেন, কাজটা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে—"যে পুত্র পিতার প্রতিকূলাচারী, পণ্ডিতগণের মতে সে পুত্র বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নহে। অতএব আমি আপনাদিগকে অনুনয় করিতেছি, আপনারা পুরুকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করুন।" * দৃষ্টান্তের বিশেষ অভাব নাই, কিন্তু

---

* অভিষেক্তু কামং নৃপতিং পুরুং পুত্রং কনীয়সম্।
ব্রাহ্মণপ্রমুখা বর্ণা ইদং বচনমব্রুবন্॥
কথং শুক্রস্য নপ্তারং দেবযান্যাঃ সুতং প্রভো।
জ্যেষ্ঠং যদুমতিক্রম্য রাজ্যং যচ্ছসি পূরবে॥
যদুর্জ্যেষ্ঠস্তব সুতো জাতস্তমনু তুর্ব্বসুঃ।
শর্ম্মিষ্ঠায়াঃ সুতো দ্রুহ্যুস্ততোঽনুঃ পুরুরেবচ॥
কথং জ্যেষ্ঠানতিক্রম্য কনীয়ান্ রাজ্যমর্হতি।
এতৎ সম্বোধয়ামস্ত্বাং ধর্ম্মং ত্বং প্রতিপালয়॥

আর প্রয়োজনও নাই। বোধ হয় এতক্ষণে আমরা প্রমাণ করিয়াছি, পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য উভয় ইতিহাসের একই শিক্ষা—সামাজিক শাসনের প্রধান পৃষ্ঠফল ও পূর্ণ পরিণতি ভক্তি এবং ভালবাসায়।

আধ্যাত্মিক শাসনেও সেই নিয়ম। য়ুরোপের সে দিন গিয়াছে, যখন মানুষ ভয়ে ভয়ে দেবতা ভাবিয়া পঞ্চভূতের পদে পূজা দিত, কিন্তু আমাদের দেশে আজিও সে দৃশ্যের অভাব নাই। জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয়

যযাতিরুবাচ।

ব্রাহ্মণ প্রমুখা বর্ণাঃ সর্ব্বে শৃণ্বন্তু মে বচঃ।
জ্যেষ্ঠং প্রতি যথা রাজ্যং না দেয়ং মে কথঞ্চন॥
মম জ্যেষ্ঠেন যদুনা নিযোগো নানুপালিতঃ।
প্রতিকূলঃ পিতুর্যশ্চ ন স পুত্রঃ সতাং মতঃ॥
মাতাপিত্রোর্বচন কৃদ্ধিতঃ পথ্যশ্চ যঃ সুতঃ।
স পুত্রঃ পুত্রবদ্যশ্চ বর্ত্ততে পিতৃমাতৃষু॥
যদুনাহমবজ্ঞাত স্তথা তুর্ব্বসুনাপিচ।
দ্রুহ্যুনা চানুনা চৈব মষ্যবজ্ঞা কৃতাভৃশম॥
পুরুণা তু কৃতং বাক্যং মানিতঞ্চ বিশেষতঃ।
কনীয়ান্ মম দায়াদো ধৃতা যেন জরা মম॥
শুক্রেণ চ-বরোদত্তঃ কাব্যেনোশনসাস্বয়ং।
পুত্রো যস্ত্বানুবর্ত্তেত স রাজা পৃথিবীপতিঃ॥
ভবতোঽনুনয়াম্যেবং পুরু রাজ্যেঽভিষিচ্যতাম॥

মহাভারত—যযাত্যুপাখ্যানম্।

রূপান্তরিত হইয়া অনন্ত বিশ্বকারণকে অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি বলিয়া কল্পনা করিয়াছে। সে ঐশ্বর্য্যশালীর দ্বারে, দীন দুঃখী আমরা মানুষ, বড় মানুষের দ্বারে ভিক্ষার্থী দীন দুঃখীর মত, চিরদিন পড়িয়া আছি, কবে তিনি প্রসন্ন হইবেন, কবে তাঁর দর্শন লাভ করিবা কৃতার্থ হইব, এ সংসারে প্রায় ষোল আনা ধর্ম্মের এই স্পষ্ট বা অস্পষ্ট সান্ত্বনা। আর একটু অগ্রসর হইলে দেখা যায়, প্রায় সকল ধর্ম্মের অনুশাসন এই যে ঈশ্বরকে পিতৃ সম্বোধন করিতে হইবে,—দেবত্বে পিতৃত্বের আরোপ করিয়া অনন্ত দেবের আরাধনা করিতে হইবে। এতদূরে ভক্তিতে ভালবাসা আসিয়া মিলিল বটে, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের সেই দারুণ কঠোর ভাব সমান রহিল। তন্ত্র আসিয়া সে ভাব লয় করিলেন—তিনি সেই ঐশ্বর্য্যময় দেবের দেবকে বড় মধুর ভাবে ডাকিলেন—"মা জগদম্বে!"

ঈশ্বরে মাতৃসম্বোধন বড় মধুর ডাক। অন্তস্তল কাঁপাইয়া "মা জগদম্বে" রবে ভক্ত যখন চণ্ডীমণ্ডপ প্রতিধ্বনিত করেন, তখন সত্যসত্যই মনে হয়, হিন্দু ভিন্ন কে আর এই মোহময় সম্বন্ধ ধরিয়া জটিল বিশ্বকারণের কঠোর ভাব লয় করিতে পারিয়াছে? বড় মধুর সম্বন্ধ, কিন্তু তাহার প্রবাহ ভক্তি বাঁধে প্রতিহত হয়। যে অনির্ব্বচনীয় মত্তভাব ইহ জগৎ ভোর, সেই প্রেম—যাহার নাম ভালবাসা—বৈষ্ণব ভিন্ন আর কেহ অনন্ত শক্তির উদ্দেশে উৎসর্গ

করিতে পারে নাই। তুমি বৎস, তুমি সখে, তুমি স্বামিন্—কই বৈষ্ণবের আগে, ভালবাসার সাগর মন্থন করিয়া কে এমন মধুর শব্দ রত্ন সকল গাঁথিয়া, কবে আর বিধাতৃচরণে উপহার দিয়াছে ?

আর একজন ভিন্নভাবে ভিন্নোপকরণে তাহাই করিয়া অদূরদর্শীর কাছে নাস্তিক বলিয়া পরিচিত। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দুই একবার তাঁহার নাম লইয়াছি, আরও এক আধ বার সে স্মরণীয় নামোল্লেখের প্রয়োজন হইবে। তিনি আর কেহ নহেন—দার্শনিক কুলচূড়া মহাত্মা কোমৎ। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে গৌরাঙ্গ এদেশে যে স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, আজ্ অর্দ্ধশতাব্দী হইল য়ুরোপে তিনি তাহাই করিয়াছেন। পাঠক দেখিবেন, শেষে সেই একই ফল দাঁড়াইতেছে। সর্ব্বত্রই আধ্যাত্মিক শাসনের প্রধান পৃষ্ঠবল ও পূর্ণ পরিণতি ভক্তি এবং ভালবাসায়।

বৈষ্ণবের ধর্ম্ম ভালবাসার ধর্ম্ম। সংসারে এমন সুন্দর আর কি হইতে পারে ? সেই ভালবাসার মোহে মুগ্ধ হইয়া সৌন্দর্য্য তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণব মহাজনগণ তাহাদের গীতে সৌন্দর্য্যের আদর্শ বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। বৈষ্ণব ধর্ম্ম অন্য ভাবে বুঝা যাইতনা—বুঝান ত দূরের কথা। ভাষার শৈশবে গদ্যের অভাবে পদ্যে সকল বিষয়ই লিখিত হয়, ইহা অস্বীকার করি না, এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের দর্শন ভাগও সেইরূপে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মহাজনপদাবলী যে নিয়মের

ফল নহে। তাঁহারা যে ভাবে তাঁহাদের ধর্ম্ম বুঝাইয়া গিয়াছেন, তদেতর ভাবে ভালবাসার ধর্ম্ম বুঝান অসম্ভব। পৌত্তলিকতায় পাপ থাকুক বা না থাকুক, বৈষ্ণবদের পৌত্তলিকতা অবশ্যম্ভাবী। মনস্বী কোমৎ ভিন্নভাবে এই ভালবাসার ধর্ম্মই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কঠোর দর্শন এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রের ভিত্তিতে নিজের ধর্ম্ম গাঁথিয়া তুলিয়াও তাঁহাকে ঘোর পৌত্তলিক হইতে হইয়াছে। নহিলে মনুষ্যত্বের আরাধনায়, ব্যক্তি বিশেষের রূপ গুণ ধ্যান করার ব্যবস্থা তাঁহার নববিধানে স্থান পাইত না। * ভালবাসার ধর্ম্ম জীবন্ত ধর্ম্ম। বৈষ্ণব কাব্যে প্রেমের যে জীবন্ত চিত্র আছে, এ সংসারে তাহা বড় সুলভ নহে। ইহার চেয়ে প্রশংসার কথা আর কি হইতে পারে ?

অতএব বৈষ্ণবধর্ম্মে বৈষ্ণব কবির স্থান বড় উচ্চ। আজি কালি অনেকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বুঝাইতেছেন, কিন্তু আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি যে তাঁহারা মহাজনদের দাওয়া টুকু স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। আমাদের বোধ হয়, ইহা বৈষ্ণব ধর্ম্মের কেবল একদেশ দেখার ফল মাত্র। ভালবাসার পূর্ণ ধর্ম্ম তাঁহারা অপূর্ণে পরিণত করিতেছেন—কেবল রাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করিয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট। তাহাই অপেক্ষাকৃত কঠিন বটে, কিন্তু সাত পাঁচের চেয়ে

* Vide Catechism. P. P. 98—100.

বড় বলিয়াই এরূপ সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে, যে পাঁচ নহিলে তাহার চলিতে পারে। চৈতন্যদেব জন্মিবার বহু পূর্ব্ব হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, কিন্তু অপূর্ণ ভাবে। কেন না তখন সে ধর্ম্ম কেবল রাধাকৃষ্ণের যৌন সম্বন্ধের উপর সংস্থাপিত। জয়দেব তাহাই গীত করিয়াছিলেন—বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস সেই পথেরই অনুসরণ করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। * যে সকল মহাজন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা গৌরাঙ্গের সম-সাময়িক বা পরবর্ত্তী—জয়দেবাদির অনেক পরে। চৈতন্য যে সকল মহাজনের গ্রন্থ আলোচনা করিতেন, তন্মধ্যে তাঁহাদের স্থান ছিল না।

এমত বলিতেছি না যে চৈতন্যের পূর্ব্বেকার বৈষ্ণব ধর্ম্ম কেবল মধুর রসসর্ব্বস্ব——শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যাদির তখন নাম গন্ধ ছিল না। আমার তর্ক এই যে, মধুর

---

* সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু বলেন, গোবিন্দ দাস কয়েক জন। যাঁহার পদাবলীতে হিন্দীর ভাগ কিছু বেশী, তিনি মথুরাঅঞ্চলবাসী এবং গৌরাঙ্গের পূর্ব্ববর্ত্তী। চৈতন্যের প্রিয় পাঁচখানি কাব্যের মধ্যে একখানি তাঁহার রচিত।—"চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি, কর্ণামৃত, শ্রীগীত গোবিন্দ।" রায়ের নাটক অর্থাৎ বসন্ত রায়ের। তাহা হইলে মথুরার গোবিন্দ দাস কর্ণামৃতের প্রণেতা।

রসের তখন এত বাড়াবাড়ি, যে অন্য রসের ভাবনা ভাবিবার সময় ছিল না। অন্য রসের যে প্রয়োজন, তাহাও তত অনুভূত হয় নাই। আমরা বলিয়াছি, গৌরাঙ্গের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ কেবল মধুর রসের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতেন এবং তাহাই তাঁহারা গীত করিয়াছেন। বাস্তবিক অন্য রসের তাঁহারা বড় আলোচনা করেন নাই। যশোদার সেই গোপালময় প্রাণ, সেই অতুল বৎসল ভাব, ব্রজ রাখালের সেই ঢল ঢল বালসুলভ সখ্য, যমুনার কূলে কূলে, ব্রজের বনে বনে মধুর সে গোচারণ, সে মোহ যার বলে,—

"দুগ্ধ স্রবি পড়ে বাঁটে, প্রেমের তরঙ্গ উঠে

স্নেহে গাবী শ্যাম অঙ্গ চাটে।"

সৌন্দর্য্যের এই সব উপকরণ, ভালবাসার পঞ্চম যে মধুবরস, তাহার নীচের এই সব পরদা, তাঁহারা একেবারে ছাড়িয়া গিয়াছেন। অথচ ছাড়ার যোগ্য বলিয়া সে সব ত্যক্ত হইয়াছে, অথবা সৌন্দর্য্যের ফটোগ্রাফে সে সব ছবি প্রতিফলিত করার কুশলতা তাঁহাদের ছিল না, একথা বলিতে কেহ বোধ হয় সাহস করিবেন না। তাহাই বলিতেছিলাম যে, গৌরাঙ্গের পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণবধর্ম্ম তেমন পরিপক্ক নহে।

এই অপরিপক্কতার ফলে চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্ম কতকটা উচ্ছৃঙ্খলতার ধর্ম্ম, অন্ততঃ যে বন্ধন ধর্ম্মের প্রাণ, তাহার সহায় নহে। এ সংসারে যাহার স্নেহের বন্ধন পরদায় পরদায়

উঠে না,—শৈশবে যে জনক জননীর বাৎসল্য, কৈশোরে ভাই ভগ্নী সখার স্নেহ যে জানে না, সে যেমন যৌবনে জীবনের পরম লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইবেই হইবে, নিরবচ্ছিন্ন মধুর রসের উপাসনা তেমনি তখন ভক্ত জীবনকে কলঙ্কিত করিত। ভক্তের আদর্শ—আরাধ্য দেবতা স্বয়ং। আমি যাহা সুন্দর, যাহা উন্নত, যাহা পবিত্র জ্ঞান করিয়া জীবনের আদর্শ স্থির করিয়া রাখিয়াছি, আমার আরাধ্য দেবের আদর্শে তাহা মিলে না, এ বৈষম্যের ফল ধর্ম্ম নহে, অধর্ম্ম। এ সংসারে যদি কেহ সে কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন, ত তিনি ভক্ত প্রধান চৈতন্য। জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে ইহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। যখন নীলাচলে মধুররসে বড় ভোর, প্রেমবিকারে সদাই আচ্ছন্ন, তখন তিনি প্রিয়তম শিষ্য ছোট হরিদাসকে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিলেন, কেন না সে সন্ন্যাসী হইয়া স্ত্রী জাতির—হইলই বা সে বৃদ্ধা—স্ত্রী জাতির কাছে ভিক্ষা করিয়াছিল! আবার রামানন্দ রায় শিষ্যাদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেছেন শুনিয়া, তিনি ভক্তমণ্ডলী মধ্যে বলিয়া উঠিলেন—"তিনিই প্রকৃত নির্ব্বিকার সাধু, আমরা ভণ্ড মাত্র!" এত কথা যাঁহারা বুঝিবেন, তাঁহাদিগকে বুঝান সহজ হইবে যে, এই কঠোর নীতিজ্ঞ এবং ভাবুকপ্রধান বাৎসল্য ও সখ্যভাবে মাতিতে পারিতেন বলিয়াই, তাঁহার মধুররসোন্মাদ কেবল আধ্যাত্মিকতায় পরিণত হইয়াছিল।

এই আধ্যাত্মিক ভাব বড় উচ্চ জিনিস, অকপট প্রেম এবং স্বার্থমাত্র শূন্যতা ইহার ভিত্তি ভূমি।—

"পুরুষ প্রকৃতি ভাবে, কান্দিয়া আকুলগো
নারী বা কেমনে প্রাণ বান্ধে।"

এ আধ্যাত্মিকতা বড় সহজ কথা নহে। চৈতন্যের শিষ্যগণ তাঁহাতে সেই আধ্যাত্মিকভাব প্রত্যক্ষ করিতেন। চৈতন্যের মৌখিক শিক্ষা অতি সামান্য——তাঁহাব কৃষ্ণময় জীবন পঞ্চরসের আধার করিয়া তিনি অলৌকিকত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। অবতারবাদের সাধারণ ইতিহাস এই যে, জীবদ্দশায় কোন ও অবতারের প্রতিষ্ঠা হয় না—কালের ক্ষত যখন পুরিয়া উঠে, তখনি দূর ভবিষ্যবংশীয়েরা অসাধারণ প্রতিভায় দেবত্বের আরোপ করে। কিন্তু গৌরঙ্গের বেলায় সে কথা খাটে না। জীবদ্দশাতেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ অবতার এবং অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যাঁহারা সর্ব্বদা তাঁহার সহবাস করিতেন, তাঁহারাই সে কথা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রধান শিষ্যেরা তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিলেন। সে পূজা আজিও চলিতেছে। এ রহস্যের মূল—বলিয়াছি ত সেই আধ্যাত্মিকতা।

সেই আধ্যাত্মিকতার ফল,——চৈতন্যের পরববর্ত্তী মহাজন পদাবলী। "পদকল্পতরু" এবং তাদৃশ অন্যান্য পদাবলীর প্রকাণ্ড গ্রন্থগুলি যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন,

তাঁহারাই জানেন, শ্রীকৃষ্ণ লীলার সঙ্গে গৌরাঙ্গের আধ্যাত্মিক লীলার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অবতারত্ব স্থাপন করাই পরবর্ত্তী মহাজনদের উদ্দেশ্য। যে কোন লীলার বর্ণনায় "আরে মোর গৌর রায়" বলিয়া আরম্ভ করিয়া তাঁহারা চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতির কবিতায় শেষ করিয়াছেন। বৈষ্ণবের মহোৎসবে ছত্রিশ জাতির মিলনের ন্যায়, পুরাতন, নূতন সকল কবির কবিতা এক স্থানে আসিয়া মিলিয়াছে। অধিকাংশ কবি তাঁহার শিষ্য ও বন্ধু। চৈতন্যের পবিত্র জীবন, প্রকৃত ধর্ম্মের জীবন,—তাঁহার অসম্ভব স্বার্থশূন্যতা, সর্ব্বোপরি তাঁহার উজ্জ্বল আধ্যাত্মিকভাব যে দেখিয়া মজিয়াছে, সেই কবি হইয়াছে। সুন্দরে সুন্দর নহিলে মিলে না—আর কবিতায় নহিলে বৈষ্ণবের ধর্ম্ম বুঝা যায় না। তাহাই প্রথমে বলিয়াছি—

বৈষ্ণব ধর্ম্মে বৈষ্ণব কবির স্থান বড় উচ্চ।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

পদরত্নাবলী।

সিন্ধুড়া।

দেবী ভগবতী, পৌর্ণমাসী খ্যাতি
প্রভাতে সিনান করি।
কানুর দরশে, চলিলা হরিষে
আইলা নন্দের বাড়ী॥
শিরে শুভ্র কেশ, তপস্বীর বেশ
অরুণ বসন পরি।
বেদময় কথা ঘন হালে মাথা
করেতে লগুড় ধরি॥
দেখি নন্দ রাণী, ধাইয়া অমনি
পড়িলা চরণ তলে।
তারে কোলে লৈয়া, শির পরশিয়া
আশীষ বচন বলে॥
সতী শিরোমণি, অখিল জননী
পরাণ বাছনি মোর।

পতি পুত্র সহ, ধেনু বৎস সব
কুশলে থাকুক তোর ॥
রাণী তারে লৈয়া, তুরিতে আসিয়া
দেখয়ে পুত্রের মুখ।
গায়ে হাত দিয়া উঠায় ধরিয়া
স্নেহে দরদর বুক ॥
নয়ানের নীরে স্তন ক্ষীর ধারে
ভিগয়ে বসন বাস।
ধনিষ্ঠার পাশে, দেখি মনে হাসে
এ যদুনন্দন দাস ॥

মায়ুর।

ধাতু প্রবাল দল, নব গুঞ্জাফল
ব্রজ বালক সঙ্গে সাজে।
কুটিল কুন্তল বেড়ি, মণি মুকুতা ঝুরি
কটিতটে ঘুঙ্গুরু বাজে ॥
নাচত মোহন বাল গোপাল।
বরজ-বধূ মেলি, দেই করতালি
বোলই ভালিয়ে ভাল ॥

নন্দ সুন্দর যশোমতি রোহিণী
আনন্দে সুত মুখ চায়।
অরুণ দৃগঞ্চল, কাজরে রঞ্জিত
হাসি হাসি দশন দেখায়॥
বংশী কহই সব, ব্রজরমণীগণ
আনন্দ সাগরে ভাস।
হেরইতে পরশিতে, লালন করইতে
স্তন ক্ষীরে ভীগল বাস॥

সুহই।

অরুণ অধর উরে, নবনী লাগিয়াছে রে
মরি মরি বাছনি কানাই।
হেরি যশোমতি, প্রেমেতে পূরিত আঁখি
আয় কোলে বলিহারি যাই॥
কর মোছে অধর মোছাই।
আয় মোর বাছনি কানাই॥

ধানশী।

কত ভঙ্গী জান গোপাল নাচিতে নাচিতে।
অরুণ কিরণ দিছে চরণ তুলিতে॥
ব্যাঘ্র নখ মণি হার হিয়ার মাঝারে দোলে।
চরণে নূপুর কিবা রুণু ঝুনু বোলে॥
গোপাল নাচিছে তুড়ি দিয়া।
কোথা গেল নন্দ রায়, আনন্দ বহিয়া যায়
দেখসিয়া নয়ন ভরিয়া॥
চিত্র বিচিত্র নাট, চরণে চাঁদের হাট
চলয়ে খঞ্জনিয়া পাখি।
সাধ করিয়া মায, নূপুর দিয়াছে পায়
পা খানি তুলিয়া নাচ দেখি॥

ভাটীয়ারি।

মরি বাছা ছাড়রে বসন।
কলসী উলাইয়া তোমারে লইব এখন॥
মরি তোমার বালাই লইয়া, আগে আগে চল ধাইয়া
ঘাঘর নূপুর কেমন বাজে শুনি।
রাঙ্গা লাঠি দিব হাতে, খেলাইও শ্রীদামের সাথে
ঘরে গেলে দিব ক্ষীর ননী॥

মুই রইনু তোমা লইয়া, গৃহ কর্ম্ম গেল বইয়া
তোরে ইবে ১ কেমন উপায়।
কলসী লাগিল কাঁখে, ছাড়রে অভাগী মাকে
হোর মেঘ ধবলী পিয়ায়॥ ২
মায়ের করুণা ভাষ, শুনিয়া ছাড়িল বাস
আগে আগে চলে ব্রজ রায়।
কিঙ্কিনী কাছনি ধ্বনি, অতি সুমধুর শুনি
রাণী বোলে সোনার বাছা যায়॥
ভুবন মোহিয়া উরে, আঙ্গুলের নখ বরে
সোনায় বান্ধিয়া খোপা তায়।
ধাইয়া যাইতে পিঠে, অধিক আনন্দ উঠে
নরসিংহ দাসে গুণ গায়॥

ধানশী।

আগো মা আজি আমি চরাব বাছুর।
পরাইয়া দেহ ধড়া, মন্ত্র পড়ি বান্ধ চূড়া
চরণেতে পরাহ নূপুর॥
অলকা তিলকা ভালে, বন মালা দেহ গলে
সিংহা বেত্র বেণু দেহ হাতে॥

---

১ ইবে—এখন।

২ হোর ইত্যাদি—ঐ দেখ মেঘ বর্ণ গাভী পানিয়া যাই-
তেছে।

শ্রীদাম সুদাম দাম, সুবলাদি বলরাম
সভাই দাঁড়াঞা রাজপথে ॥
বিশাল অর্জ্জুন জান, কিঙ্কিণী অংশুমান
সাজিয়া সভাই গোষ্ঠে যায়।
গোপালের কথা শুনি, সজল নয়নে রাণী
অচেতন ধরণী লুটায় ॥
চঞ্চল বাছুর সনে, কেমনে ধাইবি বনে
কোমল দুখানি রাঙ্গা পায়।
বিপ্রদাস ঘোষে বলে, এ বয়সে গোঠে গেলে
প্রাণ কি ধরিতে পারে মায় ॥

ভাটিয়ারি।

গোঠে আমি যাব মাগো গোঠে আমি যাব
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব ॥
চূড়া বান্ধি দেগো মা, মুরলী দে মোর হাতে।
আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাঁড়াঞা রাজপথে ॥
পীত ধড়া দেগো মা গলায় দেহ মালা।
মনে পড়ি গেল মোর কদম্বের তলা ॥
শুনিয়া গোপালের কথা মাতা যশোমতি।
সাজায় বিবিধ বেশ মনের আরতি ॥
অঙ্গে বিভূষিত কৈল রত্ন ভূষণ।
কটীতে কিঙ্কিণী ধটী পীত বসন ॥

কিবা সাজাইল রূপ ত্রিভুবন জিনি।
পুষ্প গুঞ্জা শিখি পুচ্ছ চূড়ার টালনি॥
চরণে নূপুর দিল তিলক কপালে।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ রত্ন হার গলে॥
বলরাম দাসে কয় সাজাইয়া রাণী।
নেহারে গোপাল মুখ কাতর পরাণি॥

মায়ূর।

দধি মন্থ ধ্বনি, শুনইতে নীলমণি
আওল সঙ্গে বলরাম।
যশোমতি হেরি মুখ, পাওল মরমে সুখ
চুম্বয়ে চান্দ বয়ান॥
কহে শুন যাদুমণি, তোরে দিব ক্ষীর ননী
খাইয়া নাচহ মোর আগে।
নবনী লোভিত হরি, মায়ের বদন হেরি
কর পাতি নবনীত মাগে॥
রাণী দিল পূরি কর, খাইতে রঙ্গিমাধর
অতি সুশোভিত ভেল রায়।
খাইতে খাইতে নাচে, কটিতে কিঙ্কিণী বাজে
হেরি হরষিত ভেল মায়॥
নন্দ দুলাল নাচে ভালি।

ছাড়িল মন্থন দণ্ড, উথলিল মহানন্দ
সঘনে দেয় করতালি ॥
দেখ দেখ রোহিণী, গদগদ কহে রাণী
যাতুয়া নাচিছে দেখ মোর।
বলরাম দাস কয়, রোহিণী আনন্দময়
দুহুঁ ভেল প্রেমে বিভোর ॥

আজি এড়িয়া যারে, কালি গোপাল পাঠাব তোর সনে ॥
বাছুরি চরাইয়া এলো, অমনি ঘুমাইল
কালি কিছু খায় নাই বামরে ॥
এলাইয়া কটীর ধটী, বেড়য়ে চরণ দুটি
আপনা আপনি পড়ে ফান্দে। ১
বালকে বালকে খেলে, ঘর যাইতে পথ ভুলে
দুটি হাত মুখে দিয়া কান্দে ॥
পরিবার ধড়া গাছি যারে হয় ভার।
কেমনে ববে শিঙ্গা বেণু এই ভয় আমার ॥ ধ্রুঃ
দণ্ডে দশবার খায় তার নাহি লেখা।

---

১ ভাল করিয়া চলিতে পারে না, কটির কাপড় দুই পায়ে জড়াইয়া যায়, আপনি আপনার ফাঁদে পড়ে।

নবনী লুব্ধ গোপাল পাছে এসে একা ॥
আর এক কথা বলি শুন হলধর।
যশোদা নন্দন বলি না ভাবিও পর ॥
যাচিযা নবনী দিও, নিকটে রাখিবে।
বেলা অবসান হৈলে সকলে আসিবে ॥

শ্রীরাগ।

আমার শপতি লাগে, না ধাইহ ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু, পূরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি ॥
বলাই ধাইবে আগে, আর শিশু বাম ভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইয়, সঙ্গছাড়া না হইয
মাঠে বড় রিপু ভয আছে ॥
ক্ষুধা হইলে চাহিয়া খাইয়, পথ পানে চাহিয়া যাই।
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু ফিরাইতে না যাইহ কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে ॥

থাকিহ তরুর ছায়, মিনতি করিছে মায়
রবি যেন না লাগয়ে গায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইয়, বাধা পানই হাতে থুইয়
বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গা পায়॥ ১

কামোদ।

প্রণতি করিয়া মায়, চলিলা যাদব রায়
আগে পাছে ধায় শিশুগণ।
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গোক্ষুর রেণু
সুর নর হরষিত মন॥
আগে আগে বৎস পাল, পাছে ধায় ব্রজ বাল
হৈ হৈ শব্দ ঘন রোল।
মধ্যে নাচি যায় শ্যাম, দক্ষিণে সে বলরাম
ব্রজবাসী হেরিয়া বিভোর॥

---

১ বাধা পানই—বাধা পানুই; কাঠের জুতা-বিশেষ. খড়মের মত একটা কিছু। শ্রীরামপুরের ও বটতলার ছাপা পদকল্পতরু সমূহে "বাধা পানুই"র বদলে "বাধা পানই" স্থান পাইয়াছে, এজন্য আমরাও তাহাই বজায় রাখিলাম।

নবীন রাখাল সব, আবা আবা কলরব
শিরে চূড়া নটবর বেশ।
আসিয়া যমুনা তীরে, নানা রঙ্গে খেলা করে
কত কত কৌতুক বিশেষ॥
কেহো যায় বৃষ ছান্দে, কেহো কার চড়ে কান্ধে
কেহো নাচে কেহো কেহ গায়।
এ দাস মাধব বলে, কি শোভা যমুনাকূলে
রামকানাই আনন্দে খেলায়॥

সারঙ্গ।

নিরমল যমুনা- জল মাহা হেরই
আপন আপন তনু ছায়।
দশনহি অধর, নয়ন করি বঙ্কিম
কোপ করয়ে পুন তায়॥
খেনে তিরি ভঙ্গি রঙ্গি করি করতঁহি,
ক্ষণে ক্ষণে বেণু বাজায়।
ক্ষণে তরু বর হিলন দেই রঙ্গহি
রঙ্গিম চরণ দোলায়॥
বিহরই নন্দ দুলাল।

শৃঙ্গ মুরলী করে, গলে গুঞ্জাবলী
চৌদিকে বেড়ি ব্রজ বাল॥

শঙ্করাভরণ।

ভোজন সমাপি সবহুঁ ব্রজ বালক
বৈঠল নীপক ছায়।
কালিন্দী নীর, সমীর বহই মৃদু
শীতল করু সব গায়॥
সুন্দর শ্যাম শরীর।
শ্রীদামক কোরে, অলসে তঁহি সুতল
সুবল কোরে বলবীর॥ ধ্রু
নব নব পল্লব লেই সখাগণ
বীজই দুহুঁ জন অঙ্গে।
কোকিল ভ্রমর, কানু মুখ হেরি হেরি
গায়ই শবদ তরঙ্গে॥
অলস তাজি, বৈঠল নন্দ নন্দন
দূর হিঁ গেও সব ধেনু।
হেরইতে যতনে, এক যোগ কারণে
বাজই মোহন বেণু॥

শ্রীরাগ।

পাল জড় কর শ্রীদাম সান দেও শিঙ্গায়।
লঘনে বিষম থাই, নাম করে মায়॥
আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া।
হেন বুঝি কান্দে মা পথ পানে চাঞা॥
বেলি অবসান হৈল চল যাই ঘরে।
মায় না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করে॥
বলরাম দাস কহে শুনি কানাইর বোল।
সকল রাখাল মাঝে পড়ে উতরোল॥

ভাটিয়ারি।

চাঁদ মুখে বেণু দিয়া, সব ধেনু নাম লৈয়া
ডাকিতে লাগিল উচ্চস্বরে।
শুনিয়া কানাইর বেণু, উর্দ্ধমুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
অবসান বেণু রব, বুঝিয়া রাখাল সব
আসিয়া মিলিল নিজ সুখে।
যে বনে যে ধেনু ছিল, ফিরাঞা একত্র কৈল
চালাইলা গোকুলের মুখে॥

শ্বেত কান্তি অনুপাম, আগে ধায় বলরাম
আর শিশু চলে ডাহিন বাম।
শ্রীদাম সুদাম পাছে, ভাল শোভা করিয়াছে,
তার মাঝে নব ঘন শ্যাম ॥
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু, গগনে গোক্ষুর রেণু
পথে চলু করি কত ভঙ্গে।
যতেক রাখাল গণ, আবা আবা ঘনে ঘন
বলরাম দাস চলু সঙ্গে ॥

ইমন কল্যাণি।

রাণী ভাসে আনন্দ সাগরে।
বামে বসাইয়া শ্যাম, দক্ষিণে বসাই রাম
চুম্ব দেই মুখ সুধাকরে ॥ ধ্রু
ক্ষীর, ননী, ছেনা, সর, আনিয়াছে থরে থর
আগে দেই রামের বদনে।
পাছে কানাইর মুখে, দেয় রাণী মহাসুখে
নিরখয়ে চাঁদ মুখ পানে ॥
গোপের রমণী যত, চৌদিগে শত শত
মুখ হেরি লহু লহু বোলে।
মাতা যশোমতি মেলি, মঙ্গল হুলাহুলি
আরতি করয়ে কুতূহলে ॥

জ্বালিয়া রতন বাতি, করে সভে আরতি
হরষিত যশোমতি মাই।
কহে বলরাম দাসে, আনন্দ সাগরে ভাসে
দুহুঁ রূপের বলিহারি যাই॥

ভাটিয়ারি।

আজু বনে আনন্দ বাধাই।
পাতিয়া বিনোদ খেলা, আনন্দে হইলা ভোলা
দূর বনে গেল সব গাই॥
ধেনু না দেখিয়া বনে, চকিত রাখালগণে,
শ্রীদাম সুদাম আদি সবে।
কানাই বলিছে ভাই, খেলা ভাঙ্গা হবে নাই
আনিব গোধন বেণু রবে॥
সব ধেনু নাম কৈয়া, অধরে মুরলী লৈয়া
ডাকিয়া পূরিল উচ্চ স্বরে।
শুনিয়া বেণুর রব, ধায় ধেনুবৎস সব
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
ধেনু সব সারি সারি, হাম্বা হাম্বা রব করি
দাঁড়াইলা কৃষ্ণের নিকটে।
দুগ্ধ স্রবি পড়ে বাঁটে, প্রেমের তরঙ্গ উঠে
স্নেহে গাবী শ্যাম অঙ্গ চাটে॥

দেখি সব সখাগণ, আবা আবা ঘনে ঘন
কানুরে করিল আলিঙ্গন।
প্রেমদাস কহে বাণী, কানাইর মুরলী শুনি
পশু পাখী পাইল চেতন ॥

শ্রীরাগ।

যমুনার তীরে কানাই শ্রীদামেরে লইয়া।
মাতামাতি রণ করে শ্রমযুত হৈয়া ॥
প্রখর রবির তাপে শুখাইল মুখ।
দেখি সব সখাগণের মনে হৈল দুখ ॥
আর না খেলিব ভাই চল যাই ঘরে।
সকালে যাইতে মা কহিয়াছে সভারে ॥
মলিন হইল কানাই মুখানি তোমার।
দেখিয়া বিদরে হিয়া আমা সবাকার ॥
বেলি অবসান হৈল চল ঘরে যাই।
কহে বলরাম দূর বনে গেল গাই ॥

বরাড়ি।

বড়িমাই কানুরে পরাণ পোড়ে মোর।
যমুনা পুলিন বনে, দেখিয়াছি রাখাল সনে
খেলা রসে হৈয়াছিল ভোর ॥

বংশী বটের তল, ছায় অতি সুশীতল,
তাহাতে যাইতে না লয় মন।
রবির কিরণে চান্দ মুখানি ঘামিয়াছিল
ভোকে আঁখি অরুণ বরণ॥
পীত ধড়া অঞ্চল, ঘামে তিতিয়াছিল
ধূলায় ধূসর শ্যাম কায়া।
মোর মনে হেন লয় যদি নহে লোক ভয়
আঁচর ঝাঁপিয়া করি ছায়া॥
কি করিব কোথায় যাব, এ দুখ কাহারে কব
না কহিলে মনে ব্যথা লাগে।
বংশী বদনে কয়, কি করিবে লোক ভয়
কহো যাঞা যশোদার আগে॥

ধানশী।

ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণ অনুসরই (১)।
ক্ষণে ক্ষণে বসন ধূলি তনু ভরই॥
ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছট হাস।
ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে গহু বাস (২)॥

১। ক্ষণে ক্ষণে নয়নদ্বয় কোণ অনুসরণ করে অর্থাৎ অপাঙ্গদৃষ্টি হয়।

২। কখন বা দশন ছটাছট হাস্য, কখন বা হাসিবার সময় বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকে।

চৌঙকি (৩) চলয়ে ক্ষণে ক্ষণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ (৪)॥
হৃদয় মুকুলিত হেরি হেরি থোর।
ক্ষণে আঁচর দেই ক্ষণে হয়ে ভোর (৫)॥
বালা শৈশব তারুণ ভেট।
লখই না পারিয়ে জেঠ কনেঠ (৬)॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর কান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নই না জান॥

সিন্ধুড়া।

রাধার কি হৈল অন্তরেতে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারু কথা॥
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়নের তারা।

৩। চৌঙকি—চমকি।
৪। মন্মথ পাঠের প্রথম আরম্ভ।
৫। মুকুলিত স্তন অল্প অল্প নিরীক্ষণ করিয়া কথন আঁচল দেয়, কথন ভুল হয়।
৬। বালিকা শৈশব যৌবনের সাক্ষাৎস্থলে অর্থাৎ মধ্য স্থলে বিরাজ করিতেছে সে বড় কি ছোট বুঝা যায় না।

বিভূতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে
যেন যোগিনীর পারা॥
আলাইয়া বেণী, ফুলয়ে গাঁথনি
দেখয়ে আপন চুলি।
হসিত বদনে, চাহে মেঘ পানে
কি চাহে দু হাত তুলি॥
এক দিঠি করি, মউবা মউরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাসে কয়, নব পরিচয়
কালিয়া বন্ধুর সনে॥

শ্রীরাগ।

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিলোলে
মদন মূরছা পায়॥
কিবা সে নাগর কিখেনে দেখিনু
ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল
কেনে বা সদাই ঝুরে॥ধ্রু,

হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া
নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ান কটাক্ষ বিষম বিশিখে
পরাণ বিন্ধিতে ধায়॥
মালতি ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বান্ধল
না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয়ে পরিণাম
দাসগোবিন্দে কয়॥

National Library Calcutta-27

আশাবরী।

রমণীর মণি পেখলু আপনি
আভরণ সহিত গায়।

দেখিতে দেখিতে, বিজুরিময়
ধৈরযের ধৈরয যায় ॥
সই চাহনি মোহিনী থোরি।
মরমে লাগিল, হেরিয়া বুঝিল
রূপের নাহিক ওরি ॥ধ্রু,
বদন চান্দ, কামের ফান্দ
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে।
কেশের আগ, চুম্বয়ে টাঁগ (১)
ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে ॥
বদন খসয়ে, অঙ্গুলি চাপয়ে
কড়ছে কড়ছি থুঞা।
দেখিয়া শোভায় মদন লোভায়
কেমনে ধরিব হিয়া ॥
জলের কান্ধারে, কেশের আন্ধারে
সাপিনী নাগল মোই।
কেমনে কামিনী, আছয়ে আপুনি
এমন সাপিনী থোই ॥
দশন কাঁতি, মুকুতা পাঁতি
হাসিতে উগারে শশী।

১। টাঁগ—চরণ।

পরাণ পুতলি হইল পাগলি
মনেতে নাগল পশি ॥
সুধু যে হিয়া, রহিল পড়িয়া
বস্তু যে চলিয়া যায়।
চণ্ডীদাস কয়, ফিরি দেখা হয়
তবে সে পরাণ পায় ॥

ধানশী।

সখাহে ও ধনী কে কহ বটে।
গোরোচনা (৪) গোরি, নবীন কিশোরী
নাহিতে দেখিনু ঘাটে ॥
শুন হে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি
কো ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে বসি তার নীরে
পায়ের উপর পা ॥
অঙ্গের বসন করেছে আসন
আলাঞা দিয়াছে বেণী।
উচ কুচ মূলে, হেমহার দোলে
সুমেরু শিখর জিনি ॥

৪। গোরোচনা—হরিদ্রাবর্ণ।

সিনিয়া উঠিতে, নিতম্ব তটীতে
পড়েছে চিকুর রাশি।
কান্দিয়া আঁধার, কনক চান্দার
শরণ লইল আসি॥
কিবা সে ছুগুলি শঙ্খ ঝলমলি
সরু সরু শশী কলা।
মাজিতে উদয় সুধু সুধাময়
দেখিয়ে হইনু ভোলা॥
চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি
পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর, চিত বেয়াকুল
মনমথ জ্বরে ভোর॥
কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলি আদেশে
শুন হে নাগর চন্দা।
সে যে বৃকভানু রাজার নন্দিনী
নাম বিনোদিনী রাধা॥

তুড়ি।

মনের মরম কথা, তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই।

স্বপনে দেখিনু যে, শ্যামল বরণ দে (১)
তাহা বিনু আর কার নই॥
রজনী শাঙন (২) ঘন, ঘন দেয়া গরজন
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥
শিখরে শিখণ্ড রোল, মত্ত দাদুরি (৩) বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁঝা ঝি ঝিনিকি বাজে, ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিনু হেন কালে॥
মরমে পৈঠল সেহ, হৃদয়ে লাগল দেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত, যে করে দারুণ চিত
ধিক রহু কুলের কামিনী॥
রূপে গুণে রস সিন্ধু, মুখ ছটা যেন ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে, গায়ে হাত দেই ছলে
আমা কিন, বিকাইনু বোলে॥
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ, ভূষিত ভূষিত অঙ্গ
কাম মোহে নয়নের কোণে।

১। দে—দেহ। ২। শাঙন—শ্রাবণ।
৩। দাদুরি—ভেক।

হাসি হাসি কথা কয়, পরাণ কাড়িয়া লয়
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে।
রসাবেশে দেই কোল, মুখে নাহি সরে বোল
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল, লাজ ভয় মান গেল
জ্ঞান দাস ভাবিতে লাগিল॥

শঙ্করাভরণ।

এ ধনি কমলিনি শুন হিতবাণী।
প্রেম করবি অব সুপুরুখ জানি॥ধ্রু,
সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
দাহিতে কনক দ্বিগুণ হয়ে মূল॥
টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদভুত।
যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সূত॥
সবহু মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি।
সকল কণ্ঠে নহে কোইল বাণী॥
সকল সময় নহে ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখ নারী নহে গুণবন্ত॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি॥

মল্লার রাগ।

কিশোর বয়েস কত বৈদগধি ঠাম।
মূরতি মরকত অভিনব কাম॥
প্রতি অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে।
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে॥
মঝু মনু কিবা রূপ দেখিনু স্বপনে।
খাইতে সুইতে মোর লাগিয়াছে মনে॥ ধ্রু,
অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে।
চঞ্চল নয়ন কোণে জাতি কুল নাশে॥
দেখিয়া বিদরে বুক দুটি ভুরুভঙ্গি।
আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গি॥
মন্থর চলনখানি আধ আধ যায়।
পরাণ যেমন করে কি কহিব কায়॥
পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে।
বলরাম দাসে বলে অবশ পরশে॥

শ্রীরাগ।

ভালে সে চন্দন চান্দ, কামিনীমোহন ফান্দ
আন্ধারে করিয়া আছে আলা।

মেঘের উপর কিবা, সদাই উদয় করে
নিশি দিশি শশী ষোলকলা ॥
সই কিবা সেই নয়ান নাচনি।
হাসির হিলোলে মোর পরাণ পুতলি দোলে
দিতে চাই যৌবন নিছনি ॥ ধ্রু
কিবা সে চূড়ার ঠাট, দশনখ চান্দ নাট
অপরূপ বাঁশী বাজাইতে।
হেরইতে সেই মুখ, মনে হয় যত সুখ
জিতে কি পারিয়ে পাসরিতে ॥
কুলশীল যত ছিল মনে লাগে সব গেল
দেখিয়া বারেক সেইরূপ।
গোবিন্দ দাসের চিতে, ঐছন নাগয়ে গো
নব অনুরাগের স্বরূপ ॥

কামোদ।

কপালে চন্দন চান্দ, নাগরীমোহন ফান্দ
আধ টানিয়া চূড়া বান্ধে।
বিনোদ ময়ূরের পাখে, জাতি কুল নাহি রাখে
মো পুনি ঠেকিলুঁ ওনা ফান্দে ॥
সই কি আর কি আর বোল মোরে ॥

জাতি কুল শীল দিয়া, ওরূপ নিছনি লৈয়া
পরাণে বান্ধিয়া থোব তারে॥ ধ্রু,
দেখিয়া ও মুখ ছান্দ, কাঁদে পূর্ণিমিক চান্দ
লাজ ঘরে ভেজাঞা আগুণি।
নয়ান কোণের বাণে, হিয়ার মাঝারে হানে
কিবা দুটি ভুরুর নাচনি॥
আই আই মনু মনু, কিরূপ দেখিয়া আনু
কালা অঙ্গে পড়িছে বিজলি।
স্বরূপে দঢ়াইনু মনে, এ রূপ যৌবন সনে
আপনা সাজাঞা দিব ডালি॥
কিখেনে দেখিনু তারে, না জানি কি কৈল মোরে
আট প্রহর প্রাণ ঝুরে।
বলরাম দাস কহে, ও রূপ দেখিয়া গো
কোন বা পামরী রবে ঘরে॥

ধানশী।

হাসিয়া হাসিয়া, মুখ নিরখিয়ে
মধুর কথাটী কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে
পথের নিকটে রয়॥

আলো সই সে জন মানুষ নয়।
তাহার সঙ্গে যে পিরীতি করয়ে
কি জানি কি তার হয়।
সহজে রসের আকার সে যে
ভাবের অঙ্কুর তায়।
বাতাসে বসন উড়িতে, আপন
অঙ্গেতে ঠেকাইয়া যায়॥
চমক চলনি ও গিম দোলনি (১)
রমণী মানস চোর।
জ্ঞান দাস কহে, সো পিয়া-পিরীতি
মরমে পশিল তোর॥

ধানশী।

হেন রূপ কভু নাহি দেখি।
যে অঙ্গে নয়ন থুই, সেই অঙ্গ হৈতে মুই
ফিরাইয়া আনিতে নারি আঁখি॥
অঙ্গে নানা আভরণ, কালিন্দী তরঙ্গ যেন
চাঁদ ঝুলিছে হেন বাসি।

১। গিম—গ্রীবা।

মিশামিশি হৈল রূপে, ডুবিলাম রসের কূপে
প্রতি অঙ্গে হেরি কত শশী ॥
বিনি মেঘে ঘন আভা, পীত বসন শোভা
অলপ উড়িছে মন্দ বায়।
কিবা সে মোহন চূড়া, দোস্থতি মুকুতা বেড়া
মত্ত ময়ূর পুচ্ছ তায় ॥
গলায় কদম্ব মালা, জিনিয়া মদন কলা
অধরে মধুর মৃদু হাস।
তাহাতে মুরলী ধ্বনি, অবলা পরাণে ঝুরি
বলিহারি যাও বংশী দাস ॥

শ্রীরাগ।

কে যাবে মথুরা দিকে যাব তার সনে।
ভেটিব নাগর কানু সাধ আছে মনে ॥ ধ্রু;
পরোক্ষ পরের মুখে শুনি কানু গুণ।
শুনিয়া আমার চিত্তে বিন্ধিলেক ঘুণ ॥
নিতি নিতি অনুরাগে হারাব আপনা।
যে হকু সে হকু দেখিব কেলেসোণা ॥
অলখে লখিব কানুরে না দিব পরিচয়।
বিচ্ছিন্ন হইয়া যাব গুরু কুলের ভয় ॥

না পরিব আভরণ না করিব বাস।
তনু আচ্ছাদিয়া লব নিজ নীলবাস॥
যদি বা নাগর দিঠে দিঠি পড়ে মোর।
রাখিতে নারিব তনু হইব বিভোর॥
তোমরা যতেক সখী মোরে রাখিহ গোপেতে।
রাধা বলি কানু যেন না পারে লখিতে॥
যদুনাথ দাস বলে এ কি মনে লয়।
পূর্ণিমার চাঁদ কভু হাত আড়ে রয়॥

সিন্ধুড়া রাগ॥

কি পেখলু বরজ রাজকুল নন্দন
রূপে হরল পরাণ।
নিরমিয়া রসনিধি, আমারে না দিল বিধি
প্রতি অঙ্গে অধিক নয়ান॥ ধ্রু,
একে সে চিকণ তনু কাঞ্চন আভরণ
কিরণ হি ভুবন উজোর।
দরশনে লোরে আগোরল লোচন
না চিহ্নিনু কাল কি গোর॥
সহজে দৃগঞ্চল, অরুণ কঞ্জ দল
তাহে কত ফুল শর সাজে।

ও রূপ বিলাস হাস, নাহি পেখলু
শেল রহল হৃদি মাঝে॥
সরস কপোল, দোলত মণি কুণ্ডল
ঝাঁপল দিনকর ভাস।
ও রূপ লাবণি, দিঠি ভরি না পেখলু
দুখিয়া অনন্ত দাস॥

সুহই।

বদন চান্দ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো
কেনা কুন্দিলে দুই আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে
সেই সে পরাণ তার সাখি॥
সুন্দর কপালে শোভে সুন্দর তিলক গো
তাহে শোভে অলকার পাঁতি।
মেঘের উপরে যেন ঝলমল করে গো
চান্দে যেন ভ্রমরার ভাঁতি॥
রতন কাড়িয়া কেবা, যতন করিয়া গো
কেনা গড়াইয়া দিল কানে।
মনের সহিতে মোর এ পাঁচ পরাণ গো
যোগী হইল ওহারি ধেয়ানে॥

নাসিকার আগে শোভে, এ গজ মুকুতা গো
সোণায় মড়িত তার পাশে।
বিজুরি সহিতে যেন চান্দের কলিকা গো
মেঘের আড়ালে থাকি হাসে॥
করভের কর জিনি, বাহুর বলনি গো
হিঙ্গুলে মড়িত তার আগে।
যৌবন বনের পাখি পিয়াসে মরয়ে গো
উহারি পরশ রস মাগে॥
মদন ফান্দ ওনা চূড়ার টালনি গো
উহা না শিখিয়াছে কোথা।
এ বুক ভরিয়া মুঞি উহা না দেখিলুঁ গো
এ বড়ি মরমে মোর বেথা॥
মধুর মধুর ওনা বোল খানি খানি গো
হাতের উপরে লাগি পাই।
এমতি করিয়া যদি, বিধাতা গড়িত গো
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাই॥
মাটুয়া ঠমকে যায়, ফিরিয়া ফিরিয়া চায়
যেন গজরাজ মদমাতা।
শ্রীনিবাস দাস কয়, ও রূপ নথিল নয়
রূপসিন্ধু গড়ল বিধাতা।

ভাটিয়ারি।

অঙ্গে অঙ্গে মণি মুকুতা খেচনি
বিজুরি চমকে তায়।
ছি ছি কি অবলা, সহজে চপলা
মদন মুরুছা পায়॥
মরো মরো সোই ও রূপ নিছিয়া লৈয়া।
কি জানি কিক্ষণে, কো বিহি গঢ়ল
কি রূপ মাধুরী দিয়া॥ ধ্রু
ঢুলু ঢুলু ছুটি, নয়ান নাচনি
চাহনি মদন বাণে।
তেরছ বন্ধনে বিষম সন্ধানে (১)
মরমে' মরমে হানে॥
চন্দন তিলক, আধ ঝাঁপিয়া
বিনোদ চূড়াটি বান্ধে।
হিয়ার ভিতরে লোটাঞা লোটাঞা
কাতরে পরাণ কাঁদে॥
আধ চরণে আধ চলনি
আধ মধুর হাস।

১। তেরছ—তীর্য্যক, তেরছা। বন্ধনে, ছিন্না।

এই সে লাগিয়া ভানু সে বুঝিয়া
মরে বলরাম দাস ॥

রামকেলী।

আলো সোই করিব কি।
পরাণ পরবশ জী বারেঙ্গী। (১)
কি দিয়া নিরমিল কেমন বিধি।
রূপের নাহিক সীমা গুণের নিধি ॥
নখিলে নহে রূপ নখিল নয়।
যে অঙ্গে পড়ে দিঠি সে অঙ্গে রয় ॥
দেখিতে দেখিতে মনে এমন লয়।
সকল অঙ্গে যদি নয়ান হয় ॥
যখন শ্যাম বন্ধু বাঁশীটি পুরে।
বনের পশু কাঁন্দে বিরিখি ঝুরে ॥
যখন তরুতলে বাঁশীটি বাজে।
পরাণ যেমন করে না কহি লাজে ॥
নয়ান কোনে তার আছে কি ধন।
যার লাগি জাতি কুল করিনু পণ ॥

১। জী বারেঙ্গী—প্রাণ বাহির হইবে।

শ্রীরাগ।

রাই কত পরিখসি আর।
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার॥ ধ্রু,
যজ্ঞ, দান, জপ, তপ সব তুয়া মোর।
মোহন মুরলী আর নয়ানক লোর॥
বিনোদিনি চাহ মুখ তুলি।
তোমার নয়ান নাচিলে নাচে পরাণ পুতলি॥
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষ।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাস॥
বিনোদিনী হাসিয়া বোলায়।
ফুলশর-জরজর জনেরে জীয়ায়॥
কুটিল কুন্তল বেড়ি কুসুমক ফাদ।
নয়ান কটাক্ষ তোমার বড় পরমাদ॥
সিঁথের সিন্দুর দেখি দিনকর ঝুরে।
এত রূপ গুণ যার সে কেন নিঠুরে॥
হিয়ার মাঝারে উঠে রসের হিল্লোলি।
পরশিতে করি সাধ তুয়া পায়ের অঙ্গুলি॥
যদুনাথ দাস কহে এ নহে যুকতি।
কানু কাতর বড় রাখহ পিরীতি॥

ইমন।

কি মোহন নন্দ কিশোর।
হেরইতে রূপ মদন মন ভোর॥
অঙ্গহি অঙ্গ তরঙ্গ বিথার।
জলদ পটল বরিখত রসধার॥
মুখে হাসিমিশা বাঁশী বায়।
রমিয়া অমিয়া বিধু জগৎ মাতায়॥
গলে গজ মোতিম মাল।
করিবর কর কিয়ে বাহু বিশাল॥
কুলবতী পরশন পাই।
অনুখন চঞ্চল থির নাহি তাই॥
শুনিতে বচন সুধাখানি।
জ্ঞান দাস আশ করত সোই বাণী॥

সুহই।

কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥ ধ্রু,
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥

রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি॥
কোন্ বিধি সিরজিল স্রোতের সেয়লি।
এমন বেথিত নাই ডাকে রাধা বলি॥
তুমি মোরে যদি প্রভু নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
চণ্ডীদাস কহে এই বাশুলি কৃপায়।
পরের লাগিয়া কি আপন পর হয়॥

ধানশী।

শরদ পূর্ণিমা নিরমল রাতি
উজোর সকল বন।
মল্লিকা মালতী বিকসিত অতি
মাতল ভ্রমরাগণ॥
তরুকুল ডাল, ফুল ভরি ভাল
সৌরভ পূরিল তায়।
দেখিয়া সে শোভা জগ মনোলোভা
ভুলিল নাগর রায়॥
নিধুবনে আছে, রতন বেদিকা
মণি মাণিকেতে বান্ধা।

ফটিকের তরু, শোভিয়াছে চারু
তাহাতে হীরার ছান্দা ॥
চারি পাশে সাজে প্রবাল মুকুতা
গাঁথনি মাঠনি কত।
তাহাতে বেড়িয়া কুঞ্জকুটীর
নিরমাণ শত শত ॥
নেতের পতাকা, উড়িছে উপরে
কি তার কহিব শোভা।
অতি রম্যস্থল, বেদ অগোচর
কি কহিব তার আভা ॥
মানিকের ঘটা, কিরণের ছটা
এমতি মণ্ডপ ঘর।
চণ্ডীদাস বোলে, অতি অপরূপ
নাহিক যাহার পর ॥

ভৈরবী।

মধুর সময় রজনী শেষে
শোহই মধুর কানন দেশে,
গগনে উয়ল মধুর মধুর
বিধু নিরমল কাঁতিয়া।

মধুর মাধুরী কেলি নিকুঞ্জ
ফুটল মধুর কুসুম পুঞ্জ
গাবই মধুর ভ্রমরা ভ্রমরী
মধুর মধুহি মাতিয়া ॥
আজু খেলত আনন্দে ভোর
মধুর যুবতী নব কিশোর
মধুর বরজ রঙ্গিণী মেলি
করত মধুর রভস কেলি ॥ ধ্রু,
মধুর পবন বহই মন্দ
কূজয়ে কোকিল মধুর ছন্দ
মধুর বহসি শরদ সুভগ
নদহ বিহগ পাঁতিয়া।
রহই মধুর শারিকীর
পড়ই ঐছন অমিয়া গীর,
নটই মধুর ময়ুর ময়ুরী
রটই মধুর ভাঁতিয়া ॥
মধুর মিলন খেলন হাস,
মধুর মধুর রস বিলাস,
মদন হেরই ধরণী লুঠই
বেদন কূট ছাতিয়া।
মধুর মধুর চরিত রীত
বলরাম চিতে ফুরত নীত,

তুহুঁক মধুর চরণ সেবন
ভাবন জনম ভাতিয়া ॥

ধানশী।

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিল বিধি ॥
বসিয়া দিবস রাতি অনিমিষ আঁখি।
কোটি কলপ যদি নিরবধি দেখি ॥
তবু তিরপিত নহে এ দুই নয়ান।
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন সমান ॥
নীরস দরপণ দূরে পরিহরি।
কি ছার কমলের ফুল বটেক (১) না করি ॥
ছি ছি কি শরদের চান্দ ভিতরে কালিমা।
কি দিয়া করিব তোমার মুখের উপমা ॥
যতনে আনিয়া যদি ছানিয়া বিজুলি।
অমিয়ার সাচে যদি গঢ়াই পুতলি ॥
রসের সায়রে যদি করাই সিনান।
তবুত না হয় তোমার নিছনি সমান ॥
হিয়ার ভিতর থুইতে নহে পরতীত।
হারাই হারাই হেন সদা করে চিত ॥

১। বটেক। আট মাবায় এক বটক।

হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈলে বাহির ।
তেঞি বলরামের পহুঁর চিত নহে থির ॥

ধানশী ।

কুল মরিযাদ কবাট উদঘাটলু
তাহে কি কাঠকি বাধা ।
নিজ মরিযাদ সিন্ধু সঙে ডারলু
তাহে কি তটিনী অগাধা ॥
সহচরি মঝু পরিখন কর দূর ।
কৈছে হৃদয় করি, পন্থ হেরত হরি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর ॥ ধ্রু,
কোটি কুসুম শর, বরিখয়ে যছু পর
তাহে কি জলদ জল লাগি ।
প্রেম দহনে দহ যাক হৃদয় সহ
তাহে কি বজরকি আগি ।
যছু পদতলে নিজ জীবন সোঁপলু
তাহে কি তনু অনুরোধ ।
গোবিন্দ দাস কহ ধনি ধনি অভিসার
সহচরী পায়ল বোধ ॥

সুহই ।

সই মনে অই ভয় উঠে ।
শ্যাম বন্ধুর পিরীতি খানি তিলেকে জানি টুটে ।
গঢ়ন ভাঙ্গিতে বন্ধু আছে কত জন ।
ভাঙ্গিলে গঢ়িতে পারে সে বড় সুজন ॥
যথা তথা যাই আমি যতদূর পাই ।
চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলেকে জুড়াই ॥
এমন বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙ্গিবে ।
অবলা রাধার বধ তাহারে লাগিবে ।
চণ্ডীদাস বলে রাই ভাবিছ অনেক ।
তোমার পিরীতি বিনে না জীরে তিলেক ॥

ধানশী ।

আপন শপতি করি হাত দিয়া মাথে ।
সুধুই শরীর মোর, প্রাণ তোমার হাতে ॥
বন্ধু হে তোমারে বুঝাই ।
সবাই বলে আমি তোমার
তেঞি জীতে চাই ॥
নিরবধি তোমা লাগি দগধে পরাণ ।
তিলেক দাঁড়াও কাছে জুড়াক নয়ান ॥

কি লাগি দারুণ চিত্ত কাঁদে দিন রাতি
কহে বলরাম বড় বিষম পিরীতি ।

ললিত রাগ ।

রাস জাগরণে, নিকুঞ্জ ভবনে
আলুঞা আলস ভরে ।
শুতলি কিশোরী আপনা পাসরি
পরাণ নাথের কোরে ।
সখি হের দেখসিয়া বা ।
চাঁদ বদনি নিন্দ যায় ধনি,
শ্যাম অঙ্গে দিয়ে পা ॥ ধ্রু,
নাগরের বাহু করিয়া শিতান
বিথান বসন ভূষা ।
নিশ্বাসে দুলিছে বেশর মুকুতা
হাসি খানি তাহে মিশা ॥
পরিহাস করি নিতে চাহে হরি
সোযাথ না পায় মনে ।
ধিরি করি বোল, না করিহ রোল
দাস জগন্নাথ ভণে ॥

শ্রীরাগ।

আজু রসে বাদর নিশি।
ভাবে নিমগন ভেল বৃন্দাবনবাসী॥
প্রেমে পিছল পথ, গমন ভেল বঙ্ক।
মৃগমদ চন্দন কুঙ্কুমে ভেল পঙ্ক॥
শ্যাম ঘন বরিখয়ে প্রেম সুধাধার।
কোরে রঙ্গিণী রাধা বিজুরী সঞ্চার॥
দিগ্ বিদিগ্ নাহি প্রেমের পাথার।
ডুবিল অনন্ত দাস না জানে সাঁতার॥

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈয় তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বান্ধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হৈলাম দাসী॥

ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
এ কুলে ও কুলে, দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায়॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে,
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে, পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

শ্রীরাগ।

বিবিধ কুসুম যতনে আনিয়া
গাঁথিনু পিরীতি মালা।

শীতল নহিল পরিমল গেল
জ্বালাতে জ্বলিল গলা॥
সই মালী কেন হেন হৈল।
মালায় করিয়া বিষ মিশাইয়া
হিয়ার মাঝারে দিল॥
জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিল যে হিয়া
আপাদ মস্তক চুল।
না শুনি না দেখি, কি করিব সখি
আগুন হইল ফুল॥
ফুলের উপর চন্দন নাগল
সংযোগ হইল ভাল।
তুই এক হৈযা, পোড়াইল হিয়া
পাঁজর ধসিয়া গেল॥
ধসিতে ধসিতে সকলি ধসিল
নির্ম্মল হইল দেহ।
চণ্ডীদাসে কয়, কহিলে না হয়
ঐছন কানুর লেহ॥

সিন্ধুড়া।

দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে।
এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে॥

ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া।
দেশে না রব মুঞি যাব বারাইয়া॥
কালা মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে।
কানু গুণ যশ কানে পরিব কুণ্ডলে॥
কানু অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিয়া।
দেশে দেশে ভবমিব যোগিনী হইয়া॥
চণ্ডীদাস কহে কেনে হইলে উদাস।
মরণের সাথি যেই সে কি ছাড়ে পাশ॥

সুহই।

নিধু বনে শ্যাম বিনোদিনী ভোর।
দুঁহার রূপের নাহিক উপমা, প্রেমের নাহিক ওর॥
হিরণ কিরণ, আধ বরণ
আধ নীলমণি জ্যোতি।
আধ পরে বন- মালা বিরাজিত
আধ পরে গজমোতি॥
আধ শ্রবণে মকর কুণ্ডল
আধ রতন ছবি।
আধ কপালে চাঁদের উদয়
আধ কপালে রবি॥

আধ শিরে শোভে ময়ূর শিখণ্ড
আধ শিরে দোলে বেণী।
কনক কমল করে ঝল মল
ফণী উগারয়ে মণি॥
মন্দ পবন, মলয় শীতল
কুন্তল উড়য়ে বায়।
রসের পাথারে না জানে সাঁতার
ডুবিল শে[illegible] রায়॥

[illegible]লি।

পৌখনি রজ[illegible] পবন বহ মন্দ।
চৌদিশে হিম চ[illegible]ম করু বন্ধ॥
মন্দিরে রহত সব[illegible] তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে ন[illegible]ন রহু ঝাঁপ॥
হে সখি হেরি চ[illegible]ক মোহে লাই।
ঐছন সময়ে অভিসারল রাই॥ ধ্রু,
পরিহরি তৈছন খময় সেজ।
উচকুচ কঞ্চুক ভবমহি তেজ॥
ধবলিম এক বসনে তনু গোই।
চললহি কুঞ্জে ল[illegible] নাহি কোই॥

কোমল চরণ তুহিনে নাহি দলই।
কণ্টক বাটে কতিহুঁ নাহি টলই॥
গোবিন্দ দাস কহ ইথে কি সন্দেহ।
কিয়ে বিঘিন যাঁহা নূতন লেহ॥

বিভাস।

মিটল চন্দন, টুটল আভরণ
ছুটল কুন্তল বন্ধ।
অম্বর খলিত, গলিত কুসুমাবলী
ধূসর তুহুঁ মুখ চন্দ॥
হরি হরি অব তুহুঁ শ্যামর গোবি।
তুহুঁক পরশ- রভসে তুহুঁ মুরছিত,
শুতল হিয়ে হিযে জোবি॥ ধ্রু,
রাইক বাম জঘন পর নাগর
ডাহিন চরণ পব আপি।
নওল কিশোরী আগোরি কোরে পহু
যুমল মুখে মুখ ঝাঁপি॥
কিয়ে মদন শর ভীতহি সুন্দরী
বৈঠলি পিয়া হিয়া মাহ।
কব বলরাম নয়ন ভরি হেরব
করব অমিয়া অবগাহ॥

কামোদ।

রমণী মোহন, বিলসিতে মন
হইল মরমে পুনি।
গিয়া বৃন্দাবনে, বসিয়া যতনে
রমিতে বরজ ধনী॥
মধুর মুরলী, পূরে বনমালী
রাধা রাধা করি গান।
একাকী গভীর, বনের ভিতর
বাজায় কতেক তান॥
অমিয়া নিছনি, বাজিছে সঘন
মধুর মুরলী গীত।
অবিচল কুল রমণী সকল
শুনিয়া হরল চিত॥
শ্রবণে যাইয়া, রহল পশিয়া
বেকতে বাজিছে বাঁশী।
আইস আইস বলি, ডাকয়ে মুরলী
যেন ভেল সুখ রাশি॥
আনন্দ অবশ, পুলক মানস
সুকুমারী ধনী রাধে।
গৃহ কর্ম্ম যত, হৈল বিসরিত
সকল করিল বাধে॥

বাইয়ের অগ্রেতে যতেক রমণী
কহয়ে মধুর বাণী।
ওই ওই শুন কিবা বাজে তান
কেমন করয়ে প্রাণী॥
সহিতে না পারি মুরলীর ধ্বনি
পশিল হিয়ার মাঝে।
বরজ তরুণী হইল বাউরী
হরিল কুলের লাজে॥
কেহো পতি সনে আছিল শয়নে
ত্যজিয়া তাহার সঙ্গ।
কেহো বা আছিল সখীর সহিত
কহিতে রভস রঙ্গ॥
কেহো বা আছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে
চুলাতে রাখি বেসালি।
তেজি আবর্ত্তন, হই আগুয়ান
ঐছনে সে গেল চলি॥
কেহো শিশু লৈয়া, কোলেতে করিয়া
দুগ্ধ করাযেন পান।
শিশু ফেলি ভূমে চলি গেল ভ্রমে
শুনি মুরলীর গান॥
কেহো বা আছিল শয়ন করিয়া
নয়ানে আছিল নিন্দ।

কেহো বা আছিল রন্ধন করিতে,
মানসে কাটিয়া সিন্ধ—
যেমন চোরাই লইল হরিয়া
তেমনি চলিয়া গেল।
কৃষ্ণমুখী হৈয়া, মুরলী শুনিয়া
সব বিসরিত ভেল॥
সকল রমণী, ধাইল অমনি
কেহো কাহা নাহি মানে।
যমুনার কুলে কদম্বের মূলে
মিলল শ্যামের সনে॥
ব্রজনারীগণ দেখিয়া তখন
হাসিয়া নাগর রায়।
রাস বিলসন, করল রচন
দ্বিজ চণ্ডীদাসে গায়॥

শ্রীরাগ।

পিরীতি পিরীতি, সব জন কহে
পিরীতি সহজ কথা।
বিরিখের ফল, নহেত পিরীতি
নাহি মিলে যথা তথা॥

পিরীতি অন্তরে পিরীতি মন্তরে
পিরীতি সাধিল যে।
পিরীতি রতন লভিল যে জন
বড় ভাগ্যবান সে॥
পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পিরীতি মিলয়ে তারে॥
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি আশ॥

ভুপালি।

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তঁহি অতি বাদর দরদর দোল।
বারি কি বারব নীল নিচোল॥
এ সখি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহু মানস সুরধুনী পার॥ ধ্রু,

ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জলি যাত॥
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন ভার॥
ইথে যদি অব তুহুঁ তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥
গোবিন্দ দাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥

ইমন।

কানুর লাগিয়া জাগি পোহাইনু
এ ঘোর আন্ধার রাতি।
এত দিনে সই, নিশ্চয় জানিনু
নিঠুর পুরুষ জাতি॥
মেঘ ডুর্ ডুর্, দাদুরির বোল
ঝিঝা ঝিঝিনিকি বোলে।
ঘোর আন্ধিয়ারে বিজুরির ছটা
হিয়ার পুতলি দোলে॥
যতনে সাজাইনু ফুলের সেজ
গন্ধে মোহ মোহ করে।

অঙ্গ ছটফটি সহনে না যায়
দারুণ বিরহ জ্বরে॥
মনের আগুনি মনে নিভাইতে
যেমন করযে প্রাণে।
কানুর এমন নিঠুর চরিত
এ দাস অনন্ত ভণে॥

গুর্জ্জরী।

মাধব তোহে পিরীতি করু কোই।
সুকপট কঠিন হৃদয় তুয়া পুন পুন
কত পরবোধিব তোই॥ ধ্রু,
আন সঙ্কেতে আন সঞে মিলন
আন কহিতে কহ আন।
ঐছন চাতুরী শঠপন পুন পুন
মানিনী সহজে পরাণ॥
হামারি মরম তুহুঁ ভালে ভাল জানসি
হাম নহ কামিনী নারী।
কাম কলঙ্কিনী যব কহ তুরুজনে
সো তুখ সহই না পারি॥
প্রেম অধীন হাম, নিরমল প্রেম হি
মো সঞে করহ বিলাস।

কামিনী ঠাম হেরি পুন তেজব
প্রেম দাস অভিলাষ ॥

সিন্ধুড়া।

পিরীতি বিষম কাল।
পরাণে পরাণ মিলাইতে জানে
তবে সে পিরীতি ভাল ॥
ভ্রমরা সমান আছে কত জন
মধু লোভে করে প্রীত।
মধু ফুরাইলে উড়ি যায় চলি
এমতি তাদের রীত ॥
হেন ভ্রমরার সাধ্য নহে কভু
সে মধু করিতে পান।
অজ্ঞানী পাইতে পারয়ে কি কভু
রসিক জ্ঞানীর সন্ধান ॥
মনের সহিত যে করে পিরীতি
তারে প্রেম কৃপা হয়।
সেই সে রসিক, অটল রূপের
ভাগ্যে দরশন পায় ॥
মনের সহিতে করিয়া পিরীতি
থাকিব স্বরূপ আশে।

স্বরূপ হইতে ও রূপ পাইব
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

ধানশী।

কত কত অনুনয় করু বরনাহ।
ও ধনী কামিনী পালটি না চাহ ॥
বহুবিধ বাণী বিলাপয়ে কান।
শুনইতে শত গুণ বাঢ়যে মান ॥
গদ গদ নাগর হেরি ভেল ভীত।
বচন না নিকসয়ে চমকিত চিত ॥
পরশিতে চরণ সাহস না হোয়।
কর জোড়ি ঠাড়ি বদন নেহারয় ॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বরকান।
কি করবি তুহুঁ অব্ দুর্জ্জয মান ॥

গান্ধার।

ছোড়ল আভরণ মুরলী বিলাস।
পদতলে লুটয়ে সো পীতবাস ॥
যাক দরশ বিনে ঝরয়ে নয়ান।
অব নাহি হেরসি তাক বয়ান ॥

সুন্দরি তেজহ দারুণ মান।
সাধয়ে চরণে রসিকবর কান॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ শ্যাম রসবন্ত।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সময় বসন্ত॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ প্রেম সাঙ্গাতি।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সুখময় রাতি॥
আজু যদি মানিনি তেজবি কান্ত।
জনম গোঙায়বি রোই একান্ত॥
বিদ্যাপতি কহ প্রেমক রীতি।
যাচিত তেজি না হয় সমুচিত॥

শ্রীরাগ।

সে কাল গেল বৈয়া বন্ধু সে কাল গেল বৈয়া।
আঁখি ঠারাঠারি, মুচকি হাসি কতনা করিতা রৈয়া॥
বেশের লাগিয়া দেশের ফুল না রহিত বনে।
নাগরীর সনে নাগর হইলা আর চিনিবে কেনে॥
বুলি বেড়াঞা নাম লইয়া ফিরিতা বংশী বাইয়া।
মুখের কথা শুনিতে কত লোক পাঠাইতা ধাইয়া॥
হাতে করিয়া মাথায় করিনু কলঙ্কের ডালা।
শেখর কহে পরের বেদন নাহি জানে কালা॥

করুণ বরাড়ি।

বড়ই বিষম কালার প্রেম
এ ঘর বসতি শেলি।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে পরাণ পুতলি॥
কাহারে কহিব মরম কথা।
কানু বিনে কে জানিবে মরম বেথা। ধ্রু
যত মত পিরীতি করিয়াছে মোরে।
আঁখরে আঁখরে লেখা হিয়ার ভিতরে॥
হাসিয়া পাঁজরকাটা কহিয়াছে কথা খানি:
সোঙরিতে চিতে উঠে আগুনের খনি॥
নিরবধি বুকে থুইয়া চাহিলে চক্ষে চক্ষে।
এ বড় দারুণ শেল ফুটি রৈল বুকে॥
হিয়ায় করিয়া, নয়ান ভরিয়া
কবে সে দেখিব মুখ খানি।
বলরাম দাসে বলে হিয়ার ভিতরে জ্বলে
দারুণ শেল আগুনি॥

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিনু
আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সায়রে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
সখিহে কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চান্দ সেবিনু
রবির কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু
পড়িনু অগাধ জলে।
লছিমী চাহিতে দারিদ্র্য বাঢ়ল
মাণিক হারানু হেলে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি
মরণ অধিক শেল॥

গান্ধার।

কানু নহ নিঠুর চলত যো মধুপুর
মঝু মনে এ বড় সন্দেহ।

সে হেন রসিক পিয়া, পিরীতে পূরিত হিয়া
কাহে ভেল শিথিল সুলেহ ॥
চল চল সহচরি, অক্রুর চরণে ধরি
তিল এক হরি বিলম্বাহ।
করুণা ক্রন্দন, শুনইতে ঐছন
জানি ফিরয়ে বব নাহ ॥
পবিহরু গুরুজন হসই বা দুরজন
কি করব পরিজন পাপ।
কানু বিনে জীবন, জলতহি অনুখন
কো সহ এ হেন সন্তাপ ॥
ও মুখ সমুখে ধরি নয়ন অঞ্জলি ভরি
পীবইতে জীউ করি সাধ।
গোবিন্দ দাস ভণ সো বিহি নিকরুণ
যো করু ইহ রস বাদ ॥

জয় জয়ন্তি।

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদব, মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥
ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।

কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘন খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ুর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

ধানশী।

শ্যাম বন্ধুর কত আছে আমা হেন নারী।
তার অকুশল কথা সহিতে না পারি॥
আমারে মরিতে সখি কেন কর মানা।
মোর দুখে দুখী নও ইহা গেল জানা॥
দাবদগধি ধিক্ ছট ফটি এহ।
এ ছার নিলাজ প্রাণ না ছাড়য়ে দেহ॥
কানু বিনু নাহি যায় দণ্ড, ক্ষণ, পল।
কেমনে গোঙাব আমি এ দিন সকল॥

এ বড় শেল আমার হৃদয়ে রহল।
মরণ সময়ে তাঁরে দেখিতে না পাইল।
বড় মনে সাধ লাগে সো মুখ সোঙরি।
পিয়ার নিছনি লৈয়া মুই যাঙ্ মরি॥
নরোত্তম যাই তথা জানুক তার সতি।
শ্যাম সুধা না মিলিলে সভার সেই গতি॥

ধানশী।

তোমা না দেখিয়া শ্যাম মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কি যমুনায় দিব ঝাঁপ॥
এইবার পাইলে রাঙ্গা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে থুই জুড়াব পরাণি॥
মুখের মুছাব ঘাম খাওয়াব পান গুয়া।
শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দন আর চুয়া॥
মালতী ফুলের গাঁথিয়া দিব মাল।
বনাইয়া বান্ধিব চূড়া কুন্তল ভার॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চান্দ।
নরোত্তম দাস কহে পিরীতির ফান্দ॥

পঠমঞ্জরী।

কহিও কানুরে সোই কহিও কানুরে।
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে॥
নিকুঞ্জে রাখিনু এই মোর হিয়ার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার॥
ওই তরু শাখায় রহিল শারী শুকে।
এই দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে॥
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিণী হরিণী।
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী॥
শ্রীদাম সুবল আদি যত তার সখা।
ইহা সবার সনে তার পুন হবে দেখা॥
দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী।
আসিতে যাইতে তার নাহিক শকতি॥
তারে আসি যেন পিয়া দেয় দরশন।
কহিও বন্ধুরে এই সব নিবেদন॥
শুনিয়া আকুল দোতি চলু মধুপুর।
কি কহিবে শেখর বচন নাহি ফুর॥

কানড়া।

সখি কহবি কানুর পায়।
সে সুখ সায়র দৈবে শুখায়ল
তিয়াসে পরাণ যায়॥
সখি ধরবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া বোল না তেজবি
মাগিয়া লইবি বর॥
সখি যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে করিনু ভাবনে
বিহি সে করিলে বাদ॥
সখি হাম সে অবলা তায়।
বিরহ আগুন দহয়ে দ্বিগুণ
সহনে নাহিক যায়॥
সখি বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে আইসে সে জন
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ॥

সুহই।

হামক মন্দিরে যব্ আওব কান।
দিঠি ভরি হেরব সো চান্দ বয়ান॥

নহি নহি বোলব যব্ হাম নারী।
অধিক পিরীতি তব্ করব মুরারি॥
করে ধরি হামক বৈঠায়ব কোর।
চির দিনে হৃদয় জুড়াওব মোর॥
করব আলিঙ্গন দূর করি মান।
ও রসে পূরব হাম মুদব নয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারী।
তোহারি পিরীতিকো যাঙ বলিহারি॥

পঠমঞ্জরী।

সেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি।
সেখানে লিখিহ মোর নাম দুই চারি॥
সখীগণ গণইতে লৈয় মোর নাম।
পিয়া বড় বিদগধ বিধি ভেল বাম॥
দিনে একবার পিয়া লৈয়ে মোর নাম।
অঞ্জলি ভরি করে দিয়ে জলদান॥
এই সব আভরণ দিও পিয়া ঠাম।
জনম অবধি মোর এই পরণাম॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
দিন দুই চারি বহি মিলব মুরারি॥

গান্ধার শ্রীরাগ।

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লু
পেখলু পিযামুখ চন্দা।
জীবন যৌবন, সফল করি মানলু,
দশদিশে ভেল আনন্দা॥
আজি মঝু গেহ, গেহ করি মানলু,
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে, অনুকূল হোযলু,
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব, লাখ ডাক ডাকউ,
লাখ উদয করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব, লাখবাণ হউ,
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অব মঝু যবহুঁ পিযা সঙ্গ হোয়ত,
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগী নহ,
ধনি ধনি তুযা নব লেহা॥

সিন্ধুড়া।

(১) আইস আইস বন্ধু, আধ আঁচরে আসিয়া বৈস,
নয়ান ভরিয়া তোমা দেখি।
অনেক দিবসে মনের মানসে
সফল করিয়া আঁখি॥

---

১ আমরা নবদ্বীপের কোন বৈষ্ণব গায়কের মুখে এই গানটির নিম্নলিখিত রূপ অসম্পূর্ণ পাঠান্তর পাইয়াছি।

এস হে এস হে বঁধু আধ আঁচরে বস
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।
তুয়া বঁধু পড়ে মনে, চাই বৃন্দাবন পানে
আলুইলে কেশ নাহি বান্ধি।
রন্ধন শালাতে যাই ধুঁয়াতে যাতনা পাই
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি॥
মণি নও মাণিক নও, হার করে গলে পরি
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি, তুয়া হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥
দীনুদাসেতে কয়, দোঁহা রূপ তুলনা নয়
একাসনে বৈঠল কিশোরী॥

বঙ্কিম বাবুর "কমলাকান্তের দপ্তরে এই গানের যে পাঠ আছে তাহা বোধ করি কোন পাঠকের অবিদিত নাই।

বন্ধু আর কি ছাড়িয়া দিব।
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ
সেখানে রাখিয়া থোব॥
কাল কেশের মাঝে তোমা বন্ধু রাখিব
পূরাব মনের সাধ।
গুরুজন জিজ্ঞাসিলে তাহে প্রবোধিব
পরিয়াছি কাল পাটের জাদ॥
নহে তান হের নিগড় করিয়া
রাখিব চরণারবিন্দ।
কেবা নিতে পারে নেউক আসিয়া
পাঁজরে কাটিয়া সিন্ধ॥

শ্রীরাগ।

শুন শুন অহে পরাণ পিয়া।
চির দিন পরে, পাইয়াছি শ্যাম,
আর না দিব ছাড়িয়া॥ ধ্রু
তোমায় আমায় একই পরাণ
ভালে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হইতে বাহির হইয়া
কিরূপে আছিলা তুমি॥

যে ছিল আমার মনের সুখ
সকল করিনু ভোগ।
আর না করিব আঁখির আড়
রহিব একই যোগ॥
খাইতে শুইতে তিলেক পলকে
আর না যাইব ঘর।
কলঙ্কিনী করি খেয়াতি হৈয়াছে
আর কি কাহাকে ডর॥
এতহুঁ কহিতে বিভোর হইয়া
পড়িলা শ্যামের কোরে।
জ্ঞান দাস কহে রসিক নাগর
ভাসিল নয়ন লোরে॥

ধানশী।

দারুণ ঋতুপতি যত দুখ দেল।
হরি মুখ হেরইতে সব দূর গেল॥
যতহুঁ আছিল মোর হৃদয়ক সাধ।
সো সব পূরল পিয়া পরসাদ॥
কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চির দিনে মাধব মন্দিরে মোর॥ ধ্রু,

রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল।
অধরকি পানে বিরহ দূর গেল॥
চির দিনে বিহি আজু পূরল আশ।
হেরইতে নয়ানে নাহি অবকাশ॥
ভণহ বিদ্যাপতি আর নহ আধি।
সমুচিত ঔষধে না রহে বেয়াধি॥

কামোদ।

বহু দিনের সাধ আছে হরি।
বাজাইতে মোহন মুরলী॥
তুমি লহ মোর নীল সাড়ী।
তব পীত ধড়া দেহ পরি॥
তুমি লহ মোর গজমতি।
মোরে দেহ তোমারি মালতী॥
ঝাঁপা খোঁপা লহ খসাইয়া।
মোরে দেহ চূড়াটি বান্ধিয়া॥
তুমি লহ সিন্দুর কপালে।
তোমার চন্দন দেহ ভালে॥
তুমি লহ কঙ্কন কেওড়ি।
তোর তাড় বালা দেহ পরি॥

তুমি লহ মোর আভরণ।
মোরে দেহ তোমার ভূষণ॥
শুন মোর এই নিবেদন।
শুনি হরষিত বৃন্দাবন॥

কানড়া।

মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ॥
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম।
কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলে ডাকে আমার নাম॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।
কোন্ রন্ধ্রে কেকা শব্দে নাচে ময়ুরিণী॥
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ॥
কোন্ রন্ধ্রে ষড় ঋতু হয় এককালে।
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফল ফুলে॥
কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়।
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যাম রায়॥
জ্ঞানদাস কহে হাসি।
রাধে মোর বোল বাজিবে বাঁশী॥

গৌরাঙ্গ বিষয়।

বিভাষ।

পরাণ নিমাই মোর, খেপা বড় বটে গো
এক দিন দেখিনু নয়নে।
ধূলায় ধুসর তনু, কিবা অপরূপ গো
হামাগুড়ি ফিরয়ে অঙ্গনে॥
সুচাঁদ বদনে হাসি, মা বলিয়া ডাকে গো
অমনি আইল শচী ধাঞা।
কোলেতে চড়িয়া অতি, কান্দিয়া বিকল গো
তা দেখি বিদরে মোর হিয়া॥
কত যতন করি, তবু প্রবোধ না মানে গো
হাসয় তাহার গলা ধরি।
সভাই হরষ হৈয়া, হরি হরি বলে গো
নিমাই নাম্বিযা কোলে হইতে।
দাঁড়াইতে নারে তমু নাচয়ে কৌতুকে গো
হাত দিযা জননীব হাতে॥
কি লাগি কান্দিল কেউ বুঝিতে নারিল গো
সভাই ভাবয়ে মনে মনে।
নরহরি পরাণ নিমাই এইরূপে গো
খেপামো করিতে ভাল জানে॥

মঙ্গল রাগ।

আপাদ মস্তক প্রেম- ধারা বরিষত
চৌদিকে ঝলকত কিরণে।
মত্ত গজেন্দ্র জিনি গমন সুনাচনী
চাঁদ উদয় করু চরণে॥
কেমন বিধাতা সে, গৌরাঙ্গ চাঁদের দে
গড়িলে আপন তনু দড়িয়া।
কেমন কেমন তার, কাষ্ঠ পাষাণ হিয়া
তখনি না গেল কেনে গলিয়া॥
আমার গৌরাঙ্গের গুণে, দারু পাষাণ কিবা
গলিয়া গলিয়া পড়ে অবনী।
অরণ্যের মৃগ পাখী, ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে
নাহি কান্দে হেন নাহি পরাণি॥
যেমন তেমন কুলে জনম হউক মোর
যেমন তেমন দেহ পাইয়া।
অনন্ত দাসের মন, ঠাকুর গৌরাঙ্গের গুণ
দেশে দেশে ফিরি যেন গাইয়া॥

তুড়ি।

বিহরে আজু রসিক রাজ
গৌরচন্দ্র নদীয়া মাঝ,
কুঞ্জ কেশর পুঞ্জ উজোর
কনক রুচির কাঁতিয়া।
কোটী কাম রূপ ধাম,
ভুবনমোহন লাবণী ঠাম,
হেরত জগত যুবতী উমতি
ধৈরয ধরণ তেজিযা॥
অসীম পূর্ণিমার শবদ চন্দ
কিরণ মদন বদন ছন্দ,
কুন্দ কুসুম নিন্দি সুষম
মঞ্জু বসন পাঁতিয়া।
বিম্ব অধরে মধুর হাসি
বমইক তঁহি অমিয়া রাশি
সুধুই সীধুনি ঝরে নিঝর
বচন ঐছন ভাঁতিয়া॥
মধুব বরজ বিপিন কুঞ্জ,
মধুর পিরীতি আরতি পুঞ্জ,
সোঙরি সোঙরি অধিক অবশ
মুগ্ধ দিবস রাতিয়া।

আবেশে অবশ অলস অঙ্গ,
চলত চলত খলত মন্দ
পতিত কোর পড়ত ভোর
নিবিড় আনন্দে মাতিয়া॥
অরুণ নয়ানে করুণ চাই,
সঘনে জপয়ে রাই রাই,
নটত উমত লুটত ভ্রমত
ফুটত মরম ছাতিয়া।
উত্তম মধ্যম অধম জীব
সবহুঁ প্রেম অমিয়া পীব,
তহিঁ বলরাম বঞ্চিত একলে
সাধু ঠামে অপরাধিয়া॥

ধানশী।

নিরবধি মোর হেন লয় মনে
ক্ষণে ক্ষণে অনিমিষে।
নয়ন ভরিয়া গৌরাঙ্গ বদন
হেরিয়ে মন হরিষে॥
আই আই কিয়ে সেরূপ মাধুরী
নিরমিল কোন্ বিধি।

নদীয়া নাগরী সোহাগ আগরি
পাইল রসের নিধি।
অপরূপ রূপ কেশর করিয়া
ইচ্ছায় হিয়ায় লেপি।
সোণার বরণ, বসন পরিয়া
জীবন যৌবন সোঁপি।
চুলের চাঁপা ফুল হেন করি
আউলাঞা করিয়া দেখা।
লাজ ভয় ছাড়ি, লোকে উড়ি পুড়ি
দুবাহু করিয়ে পাখা।
পিরীতির মূরতি চিত্র বানাইয়া
কহিয়ে মনের কথা।
বুকে বুকে মুখে মুখে মুখ ভরি
ঘুচাইয়া মনের ব্যথা।

কল্যাণি।

অদ্বৈত মথিয়া কেবা ননি তুলিল গো
তাহাতে গড়িল গোরা দেহ।
জগৎ ছানিয়া কেবা, রস নিঙ্গাড়িল গো
এক কৈল সুধই সুলেহ।

অখণ্ড বিজুরি ধারা, কেবা আউটিল গোরা
সোণার বরণ হৈল চিনি।
সে চিনি মারিয়া কেবা গা খানি মাজিল গো
হেমবাসে গোরা অঙ্গখানি॥
অনুরাগের দধি প্রেমার সাচনা দিয়া
কেনা পাতিয়াছে আঁখি দুটি।
তাহাতে অধিক মহু লহু লহু কথাখানি
হাসিয়া কহয়ে গুটি গুটি॥
বিজুবি বাটিয়া কেবা, গা খানি মাজিল গো
চাঁদে মাখিল মুখখানি।
লাবণী বাটিয়া কেবা, চিত্ত নিরমাণ কৈল
অপরূপ রূপের বলনি॥
সকল পূর্ণিমা চান্দে, আকুল হইয়া কান্দে
কর পদ পদ্মের গন্ধে।
কুড়িটী নখের ছটায়, জগৎ আলো কৈল গো
আঁখি পাইল জনমেব অন্ধে॥
এমন বিনোদিয়া, কোথায় দেখিয়ে নাই
অপরূপ প্রেমের বিনোদে।
পুরুষ প্রকৃতি ভাবে, কান্দিয়া আকুল গো
নারী বা কেমনে প্রাণ বান্ধে॥
সকল রসের সার বিশাল হৃদয়খানি
কেনা গড়াইল রঙ্ দিয়া।

মদন বাঁটিয়া কেবা, বদন গড়িল গো
বিনিভাবে মু মন্থু কাঁদিয়া ॥
ইন্দ্রের ধনুক আনি, গোরার কপালে গো
কেবা দিল চন্দনের রেখা।
ওরূপ স্বরূপা যত কুলের কামিনী ছিল
তুহাতে করিতে চায় পাখা ॥
রঙ্গের মন্দিরখানি, নানা রতন দিয়া
গড়াইল বড় অনুবন্ধে।
লীলা বিনোদ কলা, ভাব অভিলাষি গো
মদন বেদন ভাবি কান্দে ॥
নাচায় আঁখির কোণে সদাই সবার মনে
দেখিবারে আঁখি পাখী ধায়।
আঁখির তিয়াস দেখি, মুখের লালস গো
আলসল জর জর গায ॥
কুলবতী কুল ছাড়ে, পঙ্গু ধায় উভরড়ে
গুণ গায় অসুর পাষণ্ড।
ধূলায় লোটাইয়া কান্দে, কেহো থির নাহি বান্ধে
গোরা গুণ অমিয়া অখণ্ড ॥
ধাওয়ে ধাওয়ে বলি, প্রেমানন্দে কোলাকুলি
কেহো নাচে অট্ট অট্ট হাসে।
সুশীলা কুলের বহু, [illegible]নে সকলে যাই
গোরা গুণ রূপের বাতাসে ॥

নদীয়া নগর বধূ হেরি গোরা মুখবিধু
ঝর ঝর নয়ান সদাই।
অনুরাগে বুক ভরে, পুলকিত কলেবরে
মন মাঝে সদাই জাগাই॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র কিবা, মনে গুনে রাত্রি দিবা
গোরা রূপে নাগি গেল ধান্দা।
অখিল ভুবন পতি, ধূলায় লোটাঞা ক্ষিতি
সদাই সোঙরে রাধা রাধা॥
লখিমী বিলাস ছাড়ি, প্রেম অভিলাষি'গো
অনুরাগে রাঙ্গা দুটি আঁখি।
রাধার ধেয়ানে হিয়া, বাহির না হয় গো
এই গোরা তনু তার সাখি॥
দেখরে দেখরে লোক, হেন প্রেমা অপরূপ
ত্রিজগৎনাথ নাথ হৈয়া।
অকিঞ্চন সনে কিনাহ কি ধন মাগে
কিনা সুখে বুলয়ে নাচিয়া॥
জয় রে জয় রে জয়, হেন প্রেম রসালয়
ভাঙ্গি বনাইল গোরা রায়।
নির্জ্জীবে জীবন পাইল, পঙ্গু গিরি ডিঙ্গাইল
আনন্দে লোচন দাস গায়॥

রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক।

গান্ধার।

যাঁহা পহু অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত ॥
যো সরোবরে পহু নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ ॥
*এ সখি বিরহ মরণ নিরদ্বন্দ।
ঐছনে মিলই যব গোকুলচন্দ ॥ ধ্রু,
যো দরপণে পঁহু নিজমুখ চাহ।
মঝু অঙ্গজ্যোতি হইয়ে তথি মাহ ॥
যো বীজনে পঁহু বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহে হোই মৃদু বাত ॥
যাঁহা পঁহু ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হইয়ে সেই ঠাম ॥

১। পহু—প্রভু। ২। গাত—গা।

৪। তথি মাহ—তাহার মধ্যে। প্রভু প্রত্যহ যে সরোবরে স্নান করেন, আমি যেন তাহাতে জল হইয়া পূর্ণ করিয়া রাখি।

৫। এইরূপ মিলন হইলে বিরহ মরণকে আমি আর ভয় করিব না। যব—যখন।

গোবিন্দ দাস কহ কাঞ্চন গোরি।
সো মরকত তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি॥

শ্রীরাগ।

চাহ মুখতুলি রাই চাহ মুখতুলি।
নয়ান নাচলে নাচে হিয়ার পুতলি॥
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে॥
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী।
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধুলি॥
তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন অঞ্জন তুয়া পরচিত চোর॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলি।
বিহি নিরমিল তুয়া পিরীতি পুতলি॥
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞান দাস কহে কেবা জানিবে মরম॥

১৪। সো মরকত তনু ইত্যাদি—মরকতের মত সে দেহ কি তোমা ছাড়া?—কাঞ্চনে মরকত কেমন সুন্দর!

৯। আগুলি—আগালি, অগ্রগামী।

১০। বিহি—বিধি।

সুহই।

যঁহি যঁহি নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তঁহি তঁহি বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল কমল দল খলই॥
দেখ সখি কো ধনী সহচরী মেলি।
হামারি জীবন সঞে করতহি খেলি॥ ধ্রু,
যঁহি যঁহি ভঙ্গুর ভাঙ বিলোল।
তঁহি তঁহি উথলই কালিন্দী হিলোল॥
যঁহি যঁহি তরল বিলোচন পড়ই।
তঁহি তঁহি নীল উৎপল বন ভরই॥
যঁহি যঁহি হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তঁহি তঁহি কুন্দ কুসুম পরকাশ॥
গোবিন্দ দাস কহ মুগধল কান।
চিনলহুঁ রাই চিনল নাহি জান॥

ধানশী।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।

১। যঁহি যঁহি—যেখানে যেখানে।

হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
সোই কি আর বলিব।
যে পণি করিয়াছি মনে সেই সে করিব॥ ধ্রু,
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার।
লহু লহু হাসে পঁহু পিরীতের সার॥
গুরু গরবিত মাঝে রহি সখীসঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়ানের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সভে করে কানাকাণি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি॥

মায়ুর।

নব বৃন্দাবন, নবীন তরুগণ
নব নব বিকসিত ফুল।
নবীন বসন্ত, নবীন মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল॥

বিহরই নওল কিশোর।
কালিন্দী পুলিন কুঞ্জ নব শোভন
নব নব প্রেম বিভোর॥ ধ্রু,
নবীন রসাল মুকুল মধু মাতিয়া
নব কোকিলকুল গায়।
নব যুবতীগণ চিত উনমাতই
নব রসে কাননে ধায়॥
নব যুবরাজা, নবীন নবনাগরী
মিলয়ে নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐছন, নব নব খেলন
বিদ্যাপতি মতি মাতি॥

বিহাগড়া।

মধু ঋতু মধুকর পাঁতি।
মধুর কুসুম মধু মাতি॥
মধুর বৃন্দাবন মাঝ।
মধুর মধুর রস রাজ॥
মধুর যুবতীগণ সঙ্গ।
মধুর মধুর রস রঙ্গ॥
মধুর যন্ত্র রসাল।
মধুর মধুর করতাল॥

মধুর নটন গতি ভঙ্গ।
মধুর নটন নট রঙ্গ॥
মধুর মধুর রস গান।
মধুর বিদ্যাপতি ভাণ॥

বিভাস।

অহে নাথ কিছুই না জানি।
তোমাতে মগন মন দিবস রজনী॥
জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি।
পরাণ পুতলি তুমি জীবনের সখি॥
অঙ্গ আভরণ তুমি শ্রবণ রঞ্জন।
বদনে বচন তুমি, নয়নে অঞ্জন॥
নিমিষে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি।
রায় বসন্ত কহে পঁহু প্রেম রাশি॥

মল্লার।

বড় অপরূপ দেখিনু সজনি
নয়লি কুঞ্জের মাঝে।
ইন্দ্রনীল মণি কেতকে জড়িত
হিয়ার উপরে সাজে॥

কুসুম শয়ানে মিলিত নয়ানে
উলসিত অরবিন্দ।
শ্যাম সোহাগিনী কোরে ঘুমায়লি
চান্দের উপরে চন্দ॥
কুঞ্জ কুসুমিত, সুধাকরে রঞ্জিত
তাহে পিককুল গান॥
মরমে মদন বাণ, দোঁহে অগেয়ান
কে বিধি কৈল নিরমাণ॥
মন্দ মলয়জ- পবন বহ মৃদু
ও সুখ কো করু অন্ত।
সরবস ধন দোঁহার তুহুঁ জন
কহয়ে রায় বসন্ত॥

বরাড়ি।

ভুলে ভুলে রে দোঁহার রূপে নয়ন ভুলে।
কনক লতিকা রাই তমাল কোলে॥
বীজই বনে বনে ভ্রমই তুহুঁ।
দোঁহার কান্ধে শোভে দুহাঁর বাহু॥
দীপ সমীপে যেন ইন্দ্র নীল মণি।
জলদে জড়াওল যেন সৌদামিনী॥

কসিতে কসিল নহে কুন্দন হেম।
তুলনা দিবার নাহি দুহাঁর প্রেম॥
বদনে বদন দিতে মদন জাগে।
আলিঙ্গন দিয়া শ্যাম কিবা ধন মাগে॥
চান্দ উপরে চান্দ পিয়ে রস সুধা।
গোবিন্দ দাস কহে না ভাঙ্গিল ক্ষুধা॥

বিভাস।

প্রাণনাথ কেমন করিব আমি।
তোমা বিনে মন   করে উচাটন
কে জানে কেমন তুমি। ধ্রু,
না দেখি নয়ন   ঝরে অনুক্ষণ
দেখিতে তোমায় দেখি।
সোঙরণে মন,   মুরছিত হেন
মুদিয়ে রহিয়ে আঁখি॥
শ্রবণে শুনিয়ে   তোমার চরিত
আন না ভাবয়ে মনে।
নিমেষের আধ   পাসরিতে নারি
ঘুমাইলে দেখি স্বপনে॥

জাগিলে চেতন হারাইয়ে আমি
তোমা নাম করি কান্দি।
পরবোধ দেই এ রায় বসন্ত
তিলেক থির নাহি বান্ধি॥

কামোদ।

কদম্ব তরুর ডাল, ভূমে নামিয়াছে ভাল
ফুটিয়াছে ফুল সারি সারি।
পরিমলে ভরল সকল বিরিদাঁবন
কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী॥
রাই কানু বিলসই রঙ্গে।
কিয়ে তুহুঁ লাবণি বৈদগধি ধনি ধনি
মণিময় আভরণ অঙ্গে॥ ধ্রু,
রাইব দক্ষিণ কর ধরি প্রিয় গিরিধর
মধুব মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখীগণ করে ফুল বরিষণ
কোন সখী চামর ঢুলায়॥
পরাগে ধূসর স্থল, চন্দ্র করে সুশীতল
মণিময় বেদীর উপরে।
রাই কানু করজোড়ি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি
পরশে পুলক তনু ভরে॥

মৃগমদ চন্দন　　করে করি সখীগণ
　　বরিষয়ে ফুল গন্ধ রাজে।
শ্রম জল বিন্দু বিন্দু,　শোভা করে মুখ ইন্দু.
　　অধরে মুরলী লহু বাজে॥
কুসুমিত বৃন্দাবন,　　কলপতরুগণ
　　পরাগে ভরল অলিকুল।
রতনে খচিত হেম,　　মন্দির সুন্দর সেন
　　নরোত্তম মনোরথ পুর॥

কেদার।

একে সে মোহন যমুনার কূল,
আরে সে কেলি কদম্ব মূল,
আরে সে বিবিধ ফুটল ফুল,
　　আরে সে শরদ যামিনী।
ভ্রমরা ভ্রমরী করত রাব
পিক কুহু কুহু করত গাব
সঙ্গিনী রঙ্গিনী মধুর বোলনি
　　বিবিধ রাগ গায়নী॥

বয়স কিশোর মোহন ঠাম
নিরখি মুরছি পড়ত কাম
সজল জলদ শ্যাম ধাম
পিয়ল বসন দামিনী।
সাঙল ধবল কালিম গোরি,
বিবিধ বসন বনি কিশোরী,
নাচত গাওত বসে বিভোরি
সবই বরজ কামিনী॥
বীণা কপিনাস পিনাক ভাল,
সপ্ত স্বুর বাজত তাল
এ স্বর মণ্ডল মন্দিরা ডম্বু
কেলি কতহুঁ গায়নী।
নুপূর ঘুজ্ঝুর মধুর বোল
ঝনন ননন নটন লোল
হাসি হাসি কেহু করত কোল
ভালি ভালি বোলনী॥
বলরাম দাস করত তাল
সঙ্গীত মধুর অতি রসাল,
শুনত ভুলত জগত উমত
হৃদয় পুতলি দোলনী॥

সুহই।

সোই পিরীতি পিয়া সে জানে।
যে দেখি যে শুনি, চিতে অনুমানি
নিছনি দেই পরাণে ॥ ধ্রু,
মো যদি সিনানে আগিলা ঘাটে
পিছিলা ঘাটে সে নায়।
মোর অঙ্গের জল, পরশ লাগিয়া
বাহু প্রসারিয়া রয় ॥
বসনে বসন লাগিবে লাগিয়া
একই রজকেরে দেয়।
মোর নামের আধা আখর পাইলে
হরিষ হইয়া লেয় ॥
ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে লাগিয়া
ফিরয়ে কতেক পাকে।
আমার অঙ্গের বাতাস যে দিগে
সে মুখে সে দিনে থাকে ॥
মনের আকুতি বেকত করিতে
কত না সন্ধান জানে।
পায়ের সেবক রায় শেখর
কিছু বুঝে অনুমানে ॥

ললিত।

প্রাণ নাথ তোমারে কিছু কহিতে নারিনু।
জাতি, কুল, শীল লাজে জলাঞ্জলি দিনু॥
না জানি মিলন আজি কিখেনে হইল।
গোকুল ভরিয়া এই খেয়াতি রহিল॥
মুখ দেখাইতে লোকে মরণ হেন গণি।
বিধির লিখন ছিল হইল এমনি॥
সব দুঃখ পাসরিয়ে তোমার মুখ দেখি।
রায় বসন্ত কহে ঝরে দুটি আঁখি॥

বিভাস।

বঁধু! তুহুঁ দয়ার সাগর।
হাম নারী মতিহীনে এতেক আদর॥
আহিরিণী গোয়ালিনী মুঞি কোন ছার।
পরাণ নিছিয়া দেই পিরীতে তোমার॥
তোহারি গরবে ব্রজে হাম গরবিনী।
গহীন * পিরীতি তোর আমি কিবা জানি॥

গহীন—গভীর।

আমি সোনা, তুঁহু বঁধু নিকষ পাষাণ।
পরশে করিলা মোরে হেম নাথ বাণ॥
সাধ করে সীঁথায় তোমা সিন্দুর করি ধরি।
হার বানাইয়া কিয়ে গলায় গাঁথি পরি॥
যত যত দেখি আঁখি নহে তিরপিত।
রায় বসন্ত কহে নিগূঢ় পিরীত॥

বিভাস।

আলো ধনি সুন্দরি কি আর বলিব।
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব॥
তোমার মিলন মোর পুণ্য পুঞ্জ রাশি।
মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাসি॥
আনন্দ মন্দির তুমি জ্ঞান শকতি।
বাঞ্ছাকল্প-লতা মোর কামনা মূরতি॥
সঙ্গের সঙ্গিনী তুমি সুখময় ঠাম।
পাসরিব কেমনে জীবনে রাধা নাম॥
গলে বনমালা তুমি মোর কলেবর।
রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর।

ধানশী।

রাতি দিন চোখে চোখে, বসিয়া সদাই দেখে
ঘন ঘন মুখ খানি মাজে।
উলটি পালটি চায়, সোযাস্ত নাহিক পায়
কত বা আরতি হিয়ার মাঝে॥
সোই ও দুখ লাগিযাছে মনে।
যারে বিদগধ রায, বলিযা জগতে গায়
মোর আগে কিছুই না জানে॥ ধ্রু,
জ্বালিয়া উজ্জ্বল বাতি, জাগি পোহাল রাতি
নিদ নাহি যায পিয়া ঘুমে।
ঘন ঘন করে কোলে, ক্ষণে করে উতরোলে
তিলে শতবার মুখ চুমে॥
ক্ষণে বুকে ক্ষণে পিঠে, ক্ষণে রাখে দিঠে দিঠে
হিযা হৈতে শেজে না শোয়ায়।
দারিদ্রের ধন হেন, রাখিতে না পায় স্থান
অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায॥
ধরিয়া দুখানি হাতে, কখন ধরযে মাথে
ক্ষণে ধরে হিয়ার উপরে।
ক্ষণে পুলকিত হয়, ক্ষণে আঁখি মুদি রয়
বলরাম কি কহিতে পারে॥

———

কানড়া।

শরদ চন্দ, পবন মন্দ,
বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ,
ফুল্ল মল্লিকা, মালতী, যূথি
মত্ত মধুকর ভোরণি।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যামর মোহন মদন মাতি
মুরলী গান, পঞ্চম তান
কুলবতী চিত চোরণি॥
সুতল গোপী প্রেম রোপি
মন হিঁ মনহিঁ আপনা সোঁপি
তাঁহি চলত, যাঁহি বোলত
মুরলীক কল রোলনী।
বিছুরি গেহ নিজহিঁ দেহ,
একু নয়নে কাজর রেহ
বাঁহে রঞ্জিত মঞ্জীর একু
একু কুণ্ডল ডোলনী॥
শিথিল ছন্দ, নীবিবন্ধ,
বেগে ধাওত যুবতী বৃন্দ,
খসত বসন, রসন চোলি
গলিত বেণী লোলনী।

ততহিঁ বেলি সখিনী মেলি,
কেহু কাহুক পথ না হেরি,
ঐছন মিলল গোকুল চন্দ
গোবিন্দ দাস বোলনি ॥

জয় জয়ন্তী।

কানন দেবতি, বৃন্দা সখী তথি
রাইয়ের সরসি কূলে।
বিচিত্র ঝুলনা, করিয়া রচনা
সুখদ বকুল মূলে ॥
ঝুলনা উপরি, নাগর নাগরী
আসিয়া বসিলা রঙ্গে।
ঝুলায় ঝুলনা, সকল ললনা
মদগদ ভরে অঙ্গে ॥
ঝুলনা ঝমকে, রাধিকা চমকে
তা দেখি নাগর ডরে।
হাসিয়া হাসিয়া, বাহু পসারিয়া
ধনীরে করল কোরে ॥
রসবতী লৈয়া, কোরে আগোরিয়া
ঝুলয়ে রসিক রায়।

সহচরীগণ, ঝুলায় দ্বিগুণ
সুস্বরে পঞ্চম গায়॥
ঝুলনা ধরিয়া, মধুর করিয়া
কহয়ে শেখর রায়।
দেবতা পূজিতে যাইবে তুরিতে
দিবস বহিয়া যায়॥

মল্লার।

দেখ সখি ঝুলত রাধা শ্যাম।
বিবিধ যন্ত্র, সুমেলি সুস্বর
তান মান সুঠাম॥
আষাঢ় গত পুন মাহ শাঙনি
সুখদ যমুনা তীর।
চাঁদ রজনী, সুখময় সুখোদয়
মন্দ মন্দ মলয় সমীর॥
পরিপূর্ণ সরোবর, প্রফুল্লিত তরুবর
গগনে গরজে গভীর।
ঘোর ঘটা ঘন, দামিনী দমকত
বিন্দু বরিখত নীর॥
তঁহি কলপদ্রুম তল-ছায় সুশীতল
রচিত রতনহি ডোল।

ঝুলয়ে তছু পর, গোরি শ্যামর
ঝুলাযে সখী দুই ওর॥
তড়িৎ ঘন জনু, দোলয়ে দুহুঁ তনু
অধরে মৃদু মৃদু হাস।
বদন হেম নীল কমল বিকসিত
স্বেদ বিন্দু পরকাশ॥
চরম হেরি কোই, বীজন বীজই
কর্পূর তাম্বুল যোগায়।
সুরট, মেঘ, মল্লার গাওত
মোহন মৃদঙ্গ বাজায॥
কুসুম চয বর হার লটকত
ভ্রমর গুন গুন বোল।
হংস সারস, সুস্বর সরসিত
দাদুরি ঘন ঘন বোল॥
দুহুঁ ভালে চন্দন, চাঁদ চমকিত
তিলক রচিত কপোলে।
চঞ্চল মুকুট, সুচারু চন্দ্রিক
পীঠপর বেণী দোলে॥
দুহুঁ শ্রবণে কুণ্ডল, চপল ঝলমল
হৃদযে শশী মণিহার।
ঝলকে আভরণ ঝঙ্কৃত ঝনঝন
ঝুকিত ঝুলন বিহার॥

কোই মসৃণ মসৃণ, সুগন্ধি ছিরকত
শ্যাম গোবি অঙ্গ হেবি।
সখী ভাবে ইঙ্গিতহি দাস উদ্ধব
করত কুসুমক ঢেরি॥

ধানসী।

ঝুলনা হইতে আসিয়া তুবিতে
গগনে নিরখে বেলা।
ফুল তুলিবাবে, চলিলা সত্বরে
সকল আভীব বালা॥
ভবি ফল ফুলে, শাখা সব লোলে
আসিয়া পরশে মূল।
সখী সব মেলি, করিয়া ঢমালি
তোলয়ে বিবিধ ফুল॥
সকল কানন মণিতে বান্ধন
পরাগে পূবিত বাট।
করি মধু পান, অলি করে গান
ময়ুব ময়ুবী নাট॥
সুগন্ধি করবী, তোলযে গরবী
অশোক কিংশুক জবা।

এ থল কমল তোলযে সকল
দিনমণি জিনি আভা॥
জাতি যূথি তথি, তোলন যুবতী
মল্লিকা মালতী চাঁপা।
পুন্নাগ কেশব তোলযে নাগর
গঢ়ল বিনোদ ঝাঁপা॥
রসিক নাগর গুণের সাগর
কুসুম রচনা করে।
হাসিয়া হাসিয়া আইলা লইযা
রাইযেরে দিবার তরে॥
ভুজ যুগ তুলি রাই সুবদনী
তোলযে লবঙ্গ ফুল।
রসিক শেখর হইলা বিভোর
দেখিয়া ভুজের মূল॥
ফুল ঝাঁপা লৈযা, যতন করিয়া
রাইক নিকটে আসি।
ধনীর আঁচলে দিলেন বিভোরে
ফুলের সহিতে বাঁশী॥
পাইয়া মুরলী রাধিকা সে বেলি
রাখিলা বিশাখা পাশে।
বিশাখা যতনে, করিলা গোপনে
শেখর দেখিযা হাসে॥

বেহাগ রাগ।

মন্দ পবন কুঞ্জ ভবন
কুসুম গন্ধ মাধুরী।
মদন রাজ নব সমাজ
ভ্রমর ভ্রমণ চাতুরী॥
দেখরি সখি শ্যাম চন্দ
ইন্দু বদনি রাধিকা।
বিবিধ যন্ত্র, সখিনী বৃন্দ
গাওত রাগ মালিকা॥ ধ্রু
স্তরল তাল, গতি দুলাল
নাচে নটিনী নটন শূর।
প্রাণনাথ করত হাত
রাই তাহে অধিক পূর।
অঙ্গ অঙ্গ পরশ ভোর
কেহু রহত কাহু কোর।
জ্ঞান দাস, কহত রাঁস
যৈছনি জলদ বিজুরি জোর।

মায়ুর।

আজু বিপিনে বাওত কান
মূরতি মূরত কুসুম বাণ,

জন্থু জলধর রুচির অঙ্গ
ভঙ্গী নটবর শোহিনী। ধ্রু
ঈষৎ হসিত বয়ন চন্দ,
তরুণী নয়ন নয়ন ফন্দ,
বিম্বু অধরে মুরলী খুরলী
ত্রিভুবন মনমোহিনী।
কুসুম মিলিত চিকুর পুঞ্জ,
চৌদিশে ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জ,
পিচ্ছ নিচয় রচিত মুকুট
মকর কুণ্ডল ডোলনী।
চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর
সঘন ধাওত শ্রবণ ওর
গীম শোহন রতন রাজ
মোতিম হার লোলনী।
কটী পীত পট কিঙ্কিনী রাজ
মন্দগতি অতি কুঞ্জর রাজ
জানু লম্বিত কদম্ব মাল
মত্ত মধুকর জোরনী।
অরুণ বরণ চরণ কঞ্জ
তরুণ তরণি কিরণ গুঞ্জ
গোবিন্দ দাস হৃদয় রঞ্জন
মঞ্জু মঞ্জীর বোলনী।

সুহই।

মরম কহিনু, মো পুন ঠেকিনু
সে জনার পিরীতি ফান্দে।
রাতি দিন চিতে, ভাবিতে ভাবিতে
তারে সে পরাণ কান্দে॥
বুকে বুকে মুখে চোখে লাগি থাকি
তভু পিয়া সদাই হারায়।
ও বুক চিরিয়া, হিয়ার মাঝারে
আমারে রাখিতে চায়॥
হার নহ পিয়া গলায় পরয়ে
চন্দন নহো মাখো গায়।
অনেক যতনে রতন পাইয়া
থুইতে সোয়াথ না পায়॥
কর্পূর তাম্বুল আপনি সাজিয়া
মোর মুখ ভরি দেয়।
হাসিয়া হাসিয়া চিবুক ধরিয়া
মুখে মুখ দেই লেয়॥
সাজাঞা কাচাঞা, বসন পরাঞা
আবেশে লইয়া কোরে।
দীপ নৈয়া হাতে, মুখ নিরখিতে
তিতিল নয়ান লোরে॥

চরণে ধরিযা, যাবক রচই
এলাঞা বান্ধয়ে কেশ।
বলরাম চিতে, ভাবিতে ভাবিতে
পাঁজর হইল শেষ ॥

ধানশী।

শিশুকাল হৈতে, বন্ধুর সঙ্গিতে
পরাণে পরাণে লেহা।
না জাঁনি কি লাগি, কো বিহি গঢ়ল
ভিন ভিন করি দেহা ॥
সোই কিবা সে পিরীতি তাব।
আলস করিয়া নারে পাশ দিতে
কি দিযা সুধিব ধার ॥ ধ্রু
আমাব অঙ্গের চরণ লাগিযা
পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমার নাম ॥
আমার অঙ্গের চরণ সৌরভ
যখনে যে দিগে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া
তখনে সে দিগে ধায় ॥

লাখ কামিনী ভাবে রাতি দিনি
যে পদ সেবিতে যায়।
জ্ঞান দাস কহে আহীর নাগরী
পিরীতে বান্ধল তায়॥

—

মওয়ারি।

নিতই নূতন, পিরীতি দুজন
তিলে তিলে বাড়ি যায়।
ঠাঞি নাহি পায়, তথাপি বাঢ়য়
পবিণামে নাহি থায়।
সখি হে অদভুত দুহুঁ প্রেম।
এত দিন ঠাঞি, অবধি না পাই
ইথে কি করিল হেম॥
উপমার গণ সব কৈল আন
দেখিতে শুনিতে ধন্দ।
একি অপরূপ তাহার স্বরূপ
সবারে করিল অন্ধ॥
চণ্ডীদাস কহে, দুহুঁ সম নহে
এখানে সে বিপরীত।
এ তিন ভুবনে, হেন কোন জনে
শুনি না দরবে চিত॥

ধানশী।

সখি কি পুছঁসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুভব বাখানিতে
অনুক্ষণ নৌতুন হোয়॥ ধ্রু
জনম অবধি হৈতে, ও রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেলা।
লাখ লাখ যুগ হাম, হিয়ে হিয়ে মুখে মুখে
হৃদয় যুড়ন নাহি গেলা॥
বচন অমিয়া রস অনুক্ষণ শুনমু
শ্রুতিপথে পরশ না ভেলি।
কত মধু যামিনী, রভসে গোঙায়নু
না বুঝনু কৈছন কেলি॥
কত বিদগধ জন রস অনুমোদই
অনুভব কাহু না দেখি।
কহ কবি বল্লভ, হৃদয় জুড়াইতে
মিলয়ে কোটিমে একি॥ *

---

* এই কবিতা সাধারণতঃ বিদ্যাপতির বলিয়া পরিচিত।

National Library
Calcutta-27